POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 41
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ১২ই অক্টোবর, 2017 12 ইখা, 1396 হিজরী শামসী 21 মহরম 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কেহ কি এই রহস্য বুঝিতে পারে যে, এই সকল লোকের ধারণায় আমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বানোয়াটকারী এবং দাজ্জাল সাব্যস্ত হইয়াছি; কিন্তু মেবাবাহালার সময়ে ইহারাই মারা যায়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৭১নং নিদর্শন: সিররুল খোলাফা পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি যে, বিরুদ্ধবাদীদের উপর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার জন্য আমি দোয়া করিয়াছিলাম। অর্থাৎ এইরূপ বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দোয়া করিয়াছিলাম, যাহাদের অদৃষ্টে হেদায়াত নাই। অতএব এই দোয়ার কয়েক বৎসর পর এই দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল এবং কোন কোন কঠোর বিরুদ্ধবাদী এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ঐ দোয়াটি ছিল নিম্নরূপ:

وَخُذۡ رَبِّ مَنۡ عَادَی الصَّلَاحَ وَمُفۡسِدًا وَ نَزِّلۡ عَلَیۡہِ الرِّجۡزَ حَقًّا وَ دَمۡدِمۡ

হে আমার খোদা! যে-সকল ব্যক্তি পুণ্য রাস্তা ও পুণ্য কাজের দুশমন এবং ফাসাদ করে তাহাদিগকে পাকড়াও কর, তাহাদের উপর প্লেগের শাস্তি অবতীর্ণ কর এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।

وَ فَرِّجۡ کُرُوۡبِیۡ یَا کَرِیۡمُ وَ نَجِّنِیۡ وَمَزِّقۡ خَصِیۡمِیۡ یَا اِلٰہِیۡ وَ عَفِّرۡ

আমার অস্থিরতা দূর কর এবং আমাকে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দাও। এ ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময় করা হইয়াছিল যখন এ দেশের কোন অংশে প্লেগের নাম নিশানাও ছিল না। (আমার পুস্তক সিররুল খোলাফা দেখুন)।

এতদ্ব্যতীত এজাযে আহমদী পুস্তকে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল:

اِذَا مَا غَضِبۡنَا غَاضَبَ اللّٰہُ صَائِلًا عَلٰی مُعۡتَدٍ یُؤۡذِیۡ وَ بِالسُّوۡءِ یَجۡھَرُ

যখন আমি ক্রোধান্বিত হই খোদা ঐ ব্যক্তির উপর ক্রোধান্বিত হন,
যাহারা সীমা অতিক্রম করে এবং সুস্পষ্ট পাপের দিকে ধাবিত হয়।

وَیَأۡتِیۡ زَمَانٌ کَاسِرٌ کُلَّ ظَالِمٍ وَھَلۡ یُھۡلِکَنَّ الۡیَوۡمَ اِلَّا الۡمُدَمۡدَمُ

এবং সেই ধ্বংস হইবে যে নিজের পাপের দরুন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।
এবং ঐ যুগ আসিতেছে যখন প্রত্যেক যালেম ধ্বংস করা হইবে।

وَاِنِّیۡ لَشَرُّ النَّاسِ اِنۡ لَّمۡ یَکُنۡ لَّھُمۡ جَزَاءُ اِھَانَتِہِمۡ صِغَارٌ یُّصَغَّرُ

এবং আমি সব মানুষের চাইতে মন্দ হইব,
যদি তাহাদের জন্য অবমাননার প্রতিদান অবমাননা না হয়।

قَضَی اللّٰہُ اِنَّ الطَّعۡنَ بِالطَّعۡنِ بَیۡنَنَا فَذَالِکَ طَاعُوۡنٌ اَتَاھُمۡ لِیُبۡصِرُوۡا

খোদা এই ফয়সালা করিয়াছেন যে, খোঁচার প্রতিদান হইবে খোঁচা।
অতএব উহাই প্লেগ যাহা তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে।

وَلَمَّا طَغَی الۡفِسۡقُ الۡمُبِیۡدُ بِسَیۡلِہٖ تَمَنَّیۡتُ لَوۡ کَانَ الۡوَبَاءُ الۡمُتَبَّرُ

এবং যখন ফাসেক ধ্বংসকারী সীমা অতিক্রম করিল
তখন আমি আকাঙ্খা করিলাম এখন ধ্বংসকারী প্লেগ আসা উচিত।

ইহার পর এই ইলহাম হইল- কতই না দুশমনের ঘর-বাড়ি তুমি নষ্ট করিয়া দিয়াছ। ইহা আল-হাকাম ও আল্ বদরে প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর উপরোল্লিখিত দোয়া সমূহ যাহা দুশমনের কঠোর নির্যাতনের পর করা হইয়াছিল, তাহা খোদার দরবারে কবুল হইয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগের শাস্তি তাহাদের উপর আগুনের ন্যায় বর্ষিত হইল এবং কয়েক হাজার দুশমন যাহারা আমাকে অস্বীকার করিত এবং ঘৃণাভরে আমার নাম লইত তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্তু এখানে আমি কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকজন কঠোর বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ সকলের পূর্বে অমৃতসরের বাসিন্দা মৌলবী রসূল বাবার নাম উল্লেখযোগ্য। সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার জন পুস্তকাদি লিখিয়াছে, এবং আমার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে এবং স্বল্প দিনের জীবনকে ভালবাসিয়া মিথ্যা বলিয়াছে। অবশেষে সে খোদার ওয়াদা অনুযায়ী প্লেগে ধ্বংস হইল। ইহার পর মোহাম্মদ বখশ নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ করিতে হয়। সে বাটালায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিল। সে শত্রুতায় ও নির্যাতনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। সে-ও প্লেগে ধ্বংস হইল। তাহার পর জম্মুর অধিবাসী চেরাগদীন নামক এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হইল। সে রসূল হওয়ার দাবী করিত। সে আমার নাম দাজ্জাল রাখিয়াছিল। সে বলিত, হযরত ঈসা আমাকে স্বপ্নে লাঠি দিয়াছেন যেন আমি ঈসার লাঠি দ্বারা এই দাজ্জালকে ধ্বংস করি। অতএব সে-ও আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ১৯০৬ সালের ৪ঠ এপ্রিলে নিজের দুই পুত্রসহ প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে তাহার জন্যই 'দাফেউল বালা ওয়া মেয়ারু আহলিল ইসতিফা'য়ে (পুস্তকের নাম) তাহার জীবদ্দশাতেই প্রকাশ করা হইয়াছিল। কোথায় গেল ঈসার সেই লাঠি যদ্বারা সে আমাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল? কোথায় গেল তাহার ইলহাম (অর্থঃ নিশ্চয় আমি রসূলগণের অন্তর্গত-অনুবাদক) আফসোস, অধিকাংশ লোক নফসের পবিত্রকরণের পূর্বেই নফস্ প্রসূত চিন্তাভাবনাকে ইলহাম সাব্যস্ত করে। এইজন্য পরিণামে লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহারা ছাড়াও আরও কিছু লোক আছে যাহারা নির্যাতন ও অবমাননার ক্ষেত্রে সীমা ছড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারা খোদাতা'লার শাস্তিকে ভয় করিত না এবং দিন রাত হাসি-বিদ্রূপ করা এবং গাল-মন্দ দেওয়াই তাহাদের কাজ ছিল। পরিণামে তাহারা প্লেগের শিকার হইয়া গেল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাহোর হইতে মুন্সী মাহবুব আলম সাহেব আহমদী লেখেন যে, আমার এক চাচা ছিলেন। তাহার নাম নূর আহমদ। তিনি হাফেযাবাদ তহসীলের অন্তর্গত ভাড়ী চাট্টা মৌজার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলেন, মির্যা সাহেব নিজের মসীহ হওয়ার দাবীর পক্ষে কেন কোন নিদর্শন দেখান না? আমি বলিলাম, তাঁহার নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হইল প্লেগ, যাহা ভবিষ্যদ্বাণীর পর আসিয়াছে এবং দুনিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। আমার এই কথায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, প্লেগ আমাকে স্পর্শ করিবে না। বরং এই প্লেগ মির্যা সাহেবকেই ধ্বংস করার জন্য আসিয়াছে। ইহার প্রভাব কখনো আমার উপর পড়িবে না, মির্যা সাহেবের উপরই পড়িবে। এই কথোপকথনের পর আলাপ শেষ হইয়া গেল। আমি যখন লাহোর পৌঁছিলাম উহার এক সপ্তাহ পরে সংবাদ পাইলাম যে, চাচা নূর আহমদ প্লেগে মারা গিয়াছে। এই গ্রামের অনেক লোক এই কথোপকথনের সাক্ষী আছে। ইহা এইরূপ একটি ঘটনা, যাহা গোপন থাকিতে পারে না।

লাহোর হইতে মিঞা মেরাজ দীন সাহেব লেখেন যে, মৌলবী জয়নাল

এরপর আটের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জাতিসমূহের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম খেলাফত

মাহমুদ আহমদ সুমন
ওয়াকেফে জিন্দেগী, বাংলাদেশ

এ কথা শতভাগ সত্য যে খেলাফত ছাড়া জাতিসমূহের ঐক্য কোনভাগেই সম্ভ ব নয়। একমাত্র ইসলামী খেলাফতই পারে জাতি সমূহকে শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত করতে। আজ যদি সমগ্র বিশ্বে র এক ইসলামী নেতা থাকতো তা হলে কারো এই সাহস থাকতো না ইসলামের উপর আঘাত হানতে। সারা পৃথিবীতে আজ ইহুদী, নাসারা আর মুশরিকরা তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে চায়। এ কারণে তারা সারা পৃথিবীতে তাদের অপশক্তির ক্ষমতা পাকা-পোক্ত করার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই সন্ত্রাসী কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তি। ইঙ্গ-মার্কিন এ পরাশক্তি কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

ইহুদী, নাসারা আর মুশরিকদের মূল টার্গেট হচ্ছে মুসলিম জনগোষ্ঠী। তারা জানে যতো দিন মুসলিম জাতি মাথা উঁচু করে থাকবে, ততোদিন তাদের ক্ষমতা পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে না। তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম নিধনে অগ্রসর হচ্ছে। এই টার্গেট নিয়ে আজ গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে মুসলমান পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আরাকান, চেচনিয়া, বসনিয়া, আফগানিস্তান, হার্জেগোভিনা, লেবানন, ইরাক প্রভৃতি মুসলিম দেশ। সামান্য অজুহাত দেখিয়ে শান্তিপ্রিয় মুসলিম দেশগুলোর ওপর টনকে-টন বোমা ফেলে তাদের ঘাড়ে দৈত্যের মতো চেপে বসেছে। এতে লাখ লাখ নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশু অকাতরে মারা যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো এই মৃত্যুলিলা খেলা আর কতকাল চলবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি যতদিন সমগ্র বিশ্ব এক খলীফার পদতলে না আসবে ততো দিন এই মৃত্যুলিলা খেলা চলতে থাকবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন: "মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হয়ে চলেছে। যেহেতু প্রায় সমগ্র এলাকাটি মুসলমানদের, তাই স্বভাবতঃই পৃথিবীর সব মুসলমান অবশ্যই এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে, মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় স্থানদ্বয় পবিত্র মক্কা এবং মদিনাও আজ বিপদ ও ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন। এ কারণে আজ সমস্ত ইসলামী বিশ্ব গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এর মাঝে, সবচেয়ে বেশী উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের। কেননা আজ দুনিয়াতে ইসলামের সত্যিকার ও নিষ্ঠাবান প্রতিনিধিত্বকারী জামাত কেবল জামাতে আহমদীয়াই। আমার এ উক্তির কারণে অনভিজ্ঞ লোকেরা ভাবতে পারে যে, এটি একটি অলীক গর্ব এবং একটি নিছক দাবী মাত্র, যা অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়কে 'ক্রোধান্বিত' করবে। তারা মনে করতে পারেন যে, কেবল এরাই ইসলামের অগ্রদূত আর 'ঠিকাদার' বলে বসেছে। আর অন্যেরা যেন ইসলামের জন্যে কোন দরদই রাখে না! তবে আজ আমি আপনাদের সামনে পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবো তদ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হবে যে, আজকের দিনে সত্যিকার অর্থে যদি কোন জামাত ইসলামের প্রতি দরদ রাখে তবে সেটি হচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত।

বর্তমান কালের রাজনীতি নোংরা, ন্যায়বিচারশূন্য ও তাকওয়াহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সব মুসলিম রাষ্ট্র আজ ইসলামের নামে বড়াই করছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মকাণ্ড ইসলামী শিক্ষা বা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং তারা নিজ স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট। এ জন্যেই ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। আজ একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছাড়া মুসলমানদের অন্যান্য সব ফিরকা কোন বা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত এবং নিজ সমর্থ নের লক্ষ্যে কোন না কোন মুসলিম দেশকে অবলম্বন করছে। অথচ 'তাকওয়া' কেবল ইসলামী শিক্ষার সমর্থন করতে শিখায়। ইসলামের জন্যে অকৃত্রিম ভালবাসা থাকলে, কেবল ইসলামের শ্বাস, কুরআনের স্বার্থ, সুন্নতে রসূল করীম (সাঃ)-এর স্বার্থ উদ্ধারে নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। এবং এই শিক্ষার আলোকে আমরা যদি বর্তমান রাজনীতির পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাই যে, মুসলমানদের ও অন্যদের (পাশ্চাত্যের) উভয়ের রাজনীতির ভিত্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়ালাসাল্লাম-এর শিক্ষা থেকে অনেক দূরে।অন্য জাতিগুলো ইনসাফের (ন্যায় বিচার) বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন তারাই পৃথিবীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত। তারা মনে করে, তাদের শক্তি ছাড়া পৃথিবী থেকে ইনসাফ উঠে যাবে! আবার মুসলমান দেশগুলিও ইসলামের নাম নিয়ে বড় বড় দাবী করছে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে, পরিলক্ষিত হবে যে, উভয় পক্ষে কুরআন কর্তৃক পেশকৃত ইনসাফের অভাব ও শূন্যতাই বিদ্যমান।...আমি সকল মুসলিম দেশের নেতাদের নামে যে সব দিক-নির্দে শনা দিয়েছিলাম সেই পয়গামের সারাংশ হচ্ছে এই যে, আপনারা কুরআন করীমের শিক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন। কুরআন বলে ঃ "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর এই রসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তা হলে তোমরা তা আল্লাহ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। এটি বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়ে অতি উত্তম"

(সুরা নিসা আয়াত নং ৬০)।

যখন তোমরা আপোষে মতবিরোধের সম্মুখীন হও। তখন সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা হল এই যে, তোমরা মীমাংসার জন্যে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাছে পেশ কর। কুরআন ও সুন্নত যেদিকে চলার পরামর্শ দেয় সেই দিকে চল। এরই মাঝে তোমাদের শান্তি ও স্থায়ীত্ব নিহিত। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে দলাদলি না করে, নিজেদের সমস্যা নিজেদের সীমিত বুদ্ধির আলোকে সমাধান না করে কুরআনের শিক্ষার দিকে এস, আর এটা তোমাদেরকে যে পন্থা জানায় তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। সে শিক্ষাটি হচ্ছে, মুসলমানদের কেবল একটা দল অপরটিকে সমর্থন করলে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং সকল মুসলমান দেশ যেন মিলিতভাবে দু'টি মুসলমান দেশের মধ্যে মীমাংসা আনয়নের উদ্যোগ নেয়। তাদের মতে যে দেশ বাড়াবাড়ি করছে, তার উপর তারা সম্মিলিতভাবে চাপ সৃষ্টি করবে। অতঃপর ইনসাফের সাথে উভয় পক্ষের কথা শুনে, আপোষ নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে। তা সত্ত্বেও যদি সন্ধি না হয়, আর এক দেশ অপরটির উপর আক্রমণ চালায়, তবে সব মুসলিম দেশ সম্মিলিতভাবে ঐ আক্রমণকারী দেশের মোকাবিলা করবে। এ প্রসঙ্গে পরজাতির সাহায্য নেওয়ার কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি প্রথমেই এই শিক্ষার উপর আমল করা হত, তবে আজকের এই গুরুতর ও ভয়াবহ পর্যায় পর্যন্ত বিষয়টি কখনই গড়াত না। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতি দেখা যেত।

কুরআন করীমের এই শিক্ষার আলোকে আমি মনে করি, বরং আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, যদি এর উপর আমল করা হয়, তবে সমস্ত মুসলিম দেশ সম্মিলিত ভাবে একটি জেদী মুসলিম রাষ্ট্রের মোকাবিলায়, সে যত বড়ই হোক না কেন, অবশ্যই চাপ প্রয়োগ করতে এবং জোরপূর্বক তার হঠকারিতা ভাঙ্গতে সক্ষম হবে। আর সক্ষমতা চিরকালই থাকবে। তা না হলে কুরআন কখনই এ শিক্ষা দিত না। অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর নিশ্চয়তা ও প্রদান করা হয়েছে, কোন ইসলামী দেশ ঔদ্ধত্য প্রদর্শ ন করলে, যদি তোমরা (বাকী মুসলমানরা) কুরআন নির্দে শিত শিক্ষার আলোকে সমস্যার সমাধান করতে চাও, তাহলে তোমাদের সম্মিলিত শক্তি তাকে নতজানু হতে বাধ্য করবেই করবে। কুরআন চিরকালের জন্যেই এই সুসংবাদ তোমাদেরকে দিয়েছে। যদি নীতি ও শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে আজও এই শুভ সংবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হবে"

[১৭ আগস্ট, ১৯৯০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার অংশবিশেষ]।

আজ যদি সবাই কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একক নেতৃত্বের অধিনে চলতো তাহলে অবশ্যই মুসলমানরা সর্বত্র মার খেত না। যুগ খলীফার আহ্বানে লাব্বায়েক বলে যদি সাড়া দিত তাহলে মুসলিম বিশ্বের এই করুণ অবস্থা দেখতে হতো না।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনিত ধর্ম । তাই ইসলাম মানুষের মনে অসাধারণ গুণের ও মহত্বের উন্মেষ ঘটাবে এটাই স্বাভাবিক। প্র কৃতপক্ষে বাস্ত বে ঘটেও তাই। ঘটেছেও তাই। স্বনিষ্ঠ ইসলাম অনুসারীদের মাঝে হতে দেখা গিয়েছে বহু অসাধারণ গুণের ও মহত্বের সমাবেশ। একনিষ্ঠ ইসলামের অনুসারীরা হয়েছে সকল অসাধারণ মানবিক, নৈতিক ও মহৎ গুণের অধিকারী। এ জন্যই ইসলাম অনুসারী মুসলমানেরা সর্বক্ষেত্রে অতি আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ ও সুমহান কীর্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে এক অতি গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। তাঁদের সে সাফল্য প্রকৃতই অতীব বিস্ময়কর। মুসলমানেরা হয়েছিল বিশ্বের অর্ধেকের মালিক। তাঁরা প্র বল প্রতাপ ও শান-শওকতের সঙ্গে শাসন করেছে অর্ধজাহান। শৌর্য বীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের সাফল্য ছিল অতীব চমকপ্রদ। কোন ক্ষেত্রেই কোন জাতিই ছিল না তাঁদের সমকক্ষ। মুসলমানেরা বিশ্বে সকল ক্ষেত্রেই ছিল শীর্ষ স্থানীয়, নেতৃস্থানীয়। যুদ্ধ হতে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ছিল বিশ্ব ব্যাপী। সে যুগে মুসলমানেরাই দিয়েছিল বিশ্বনেতৃত্ব । অসাধারণ জাতিরূপে, শ্রেষ্ঠতম জাতিরূপে মুসলমানেরাই লাভ করেছিল প্রতিষ্ঠা।বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের

এরপর সাতের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

মজলিসে শূরা যখনই কোন পরিকল্পনা করে, শূরার সদস্যদের সামনে বিভিন্ন মতামত আসে আর এরপর একটি মতামতে তারা উপনীত হয় বা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি একটি ঐক্যমতে পৌঁছে এবং এর ওপর একটি কর্মপন্থা প্রস্তাব করে যুগ-খলীফার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আর যখন অনুমোদন এসে যায় তখন নিজেদের পূর্ণ শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার নিরিখে তার ওপর আমল করা এবং এবং এই কাজে নিযুক্ত করা মজলিসে শূরার সদস্যদেরও দায়িত্ব আর সকল পর্যায়ের জামা'তী কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব।

তবলীগের কাজে ব্যপকতা আনতে বা এর মানোন্নয়ন ঘটাতে যে প্রস্তাবসমূহ যুক্তরাজ্যের শূরায় উপস্থাপিত হয়েছে এবং যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কিম্বা পৃথিবীর বিভিন দেশে এটি নিয়ে পরামর্শ করা হয়েছে, যুগ-খলীফার কাছ থেকে মঞ্জুরীর পর তা বাস্তবায়নের জন্য জামা'তসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলিকে বাস্তবায়ন করা ও অন্যদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে শূরার সকল সদস্য এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তার এখন সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। একথা ভেবে বসবেন না যে, এ প্রস্তাবটি তবলীগ সংক্রান্ত তাই সেক্রেটারী তবলীগের ওপরই এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তাবে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারীরই এটি দায়িত্ব।

প্রত্যেক ওহদাদার কোন না কোনভাবে তবলীগের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। যদি কোন ওহদাদার বা পদাধিকারী অংশ নেন তাহলে জামা'তের সদস্যদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে আর অনেক আহমদী এমন আছেন যারা এমন দৃষ্টান্ত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের প্রকৃত বাণী প্রচারে নিজে থেকেই ভূমিকা রাখতে পারেন।

সূরা নাহলের ১৬ নম্বর আয়াতের জ্ঞানগর্ভ তফসীর ,এই আয়াতের আলোকে সফল তবলীগের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং নীতি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

আল্লাহ্ তা'লা যে কথাটি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, হিকমত বা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তবলীগ করা। হিকমত কাকে বলে? এ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক আর সফল তবলীগের জন্য হিকমতের এসব অর্থ সম্পর্কে অবগত থাকা আবশ্যক। তবলীগের ক্ষেত্রে আমরা যেন এসব কথা দৃষ্টিতে রাখি।

তাই আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে তবলীগ করে যেতে হবে। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, বছরে একবার বা দু'বার দশ দিনের জন্য তবলীগের পরিকল্পনা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বই-পুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে। দাঈয়ানে খুসুসি বা বিশেষ দাঈইলাল্লাহদের নাম ধারণ করলেই চলবে না বরং বেশি সময় দিয়ে তবলীগের ময়দানে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

তাই ইসলামের তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে। একজন সত্যিকার মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে মানুষ এদিকে আকৃষ্ট না হওয়ার কিছু নেই। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যথারীতি তবলীগের পূর্বেই এর পথ উন্মোচিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রীতি অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৮ তাবুক, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (النحل:126)

এ আয়াতের অর্থ হল, তোমার প্রভুর পথ পানে প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের মাধ্যমে আহ্বান কর। এমন যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে নসীহত কর যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাকে এবং তার পথ থেকে যারা বিচ্যুত তাদের সর্বাধিক জানেন। আর যারা হেদায়াত প্রাপ্ত তিনি তাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

(সূরা আন নাহাল-১২৫)

পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের জামা'ত তাদের মজলিসে শূরায় এই প্রস্তাব রেখেছে এবং এ বিষয়ে বেশ সদর্থক আলোচনা করেছে। আর কীভাবে আমরা তবলীগের কাজ এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী নিজ নিজ দেশের সকল শ্রেণির কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছানোর কাজ করতে পারি বা উত্তমভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারি সে বিষয়ে প্রত্যেক জামা'তের মজলিসে শূরা কর্মপন্থা প্রস্তাব করেছে। যুক্তরাজ্যের জামা'তও এ বছর মজলিসের শূরায় এ প্রস্ত াব রেখেছিল। মজলিসে শূরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছে এবং কর্মপন্থা প্রস্তাব করে আমার কাছে মঞ্জুরীর জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পরিকল্পনা তবলীগের কার্য সংক্রান্ত হোক বা অন্য কাজ সংক্রান্ত পরিকল্পনাই হোক না কেন মজলিসে শূরা যখনই কোন পরিকল্পনা করে, শূরার সদস্যদের সামনে বিভিন্ন মতামত আসে আর এরপর একটি মতামতে তারা উপনীত হয় বা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি একটি ঐক্যমতে পৌঁছে এবং এর ওপর একটি কর্মপন্থা প্রস্তাব করে যুগ-খলীফার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আর যখন অনুমোদন এসে যায় তখন নিজেদের পূর্ণ শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার নিরিখে তার ওপর আমল করা এবং এবং এই কাজে নিযুক্ত করা মজলিসে শূরার সদস্যদেরও দায়িত্ব আর সকল পর্যায়ের জামা'তী কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব।

অতএব, তবলীগের কাজে ব্যপকতা আনতে বা এর মানোন্নয়ন ঘটাতে যে প্রস্তাবসমূহ যুক্তরাজ্যের শূরায় উপস্থাপিত হয়েছে এবং যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কিম্বা পৃথিবীর বিভিন দেশে এটি নিয়ে পরামর্শ করা হয়েছে, যুগ-খলীফার কাছ থেকে মঞ্জুরীর পর তা বাস্তবায়নের জন্য জামা'তসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলিকে বাস্তবায়ন করা ও অন্যদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে শূরার সকল সদস্য এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তার

এখন সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। একথা ভেবে বসবেন না যে, এ প্রস্তাবটি তবলীগ সংক্রান্ত তাই সেক্রেটারী তবলীগের ওপরই এটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তাবে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারীরই এটি দায়িত্ব। নিঃসন্দেহে এটিকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীরই, কিন্তু বিশেষ করে তবলীগ এবং তরবিয়ত বিভাগ এমন যে, এ ক্ষেত্রে জামা'তের সকল পর্যায়ের পদাধিকারীর অংশগ্রহণ এবং নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

এখন যেহেতু আমি তবলীগের প্রেক্ষাপটে কথা বলছি তাই এ বিষয়ে সর্বস্তরের কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, তারা যেন স্ব স্ব জামা'তে এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের জন্য সেক্রেটারী তবলীগের সাথে যেন পূর্ণ সহযোগিতা করেন। নিজেরা এর অংশ হয়ে জামা'তের সদস্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। প্রত্যেক ওহদাদার কোন না কোনভাবে তবলীগের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। যদি কোন ওহদাদার বা পদাধিকারী অংশ নেন তাহলে জামা'তের সদস্যদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে আর অনেক আহমদী এমন আছেন যারা এমন দৃষ্টান্ত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের প্রকৃত বাণী প্রচারে নিজে থেকেই ভূমিকা রাখতে পারেন। কোন কোন সেক্রেটারীর কাছে এমনিতেও স্বীয় বিভাগের কাজ তত বেশি হয় না, তারা বেশি সময় দিতে পারেন। শুধু নিয়্যত এবং সংকল্প ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। যাইহোক, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগের কাজ হল, যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তা সমস্ত স্থানীয় জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর এ বিষয়টিও নিশ্চিত করুন যে, জামা'তের এই কর্মপন্থার যে দিকগুলোর সদস্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে, যে অংশ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না বরং সাধারণ সদস্যের সাথে যার সম্পর্ক সে অংশ যেন প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছে।

আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে খোদা তা'লা আমাদেরকে যে পথের দিশা দিয়েছেন তা বুঝুন আর সে অনুসারে প্রত্যেক তবলীগ সেক্রেটারীর আমল করা উচিত, প্রত্যেক পদাধিকারীর আমল করা উচিত। বিশেষ যারা দায়াইয়ানে ইলাল্লাহ আছে তাদের কাজ করা উচিত। আমি দায়াইয়ানে ইলাল্লাহ্‌র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি এজন্য যে, তারা নিজেরাই নিজেদের নাম প্রস্তাব করেছেন যে, জামা'তের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে আমরা বেশি সময় তবলীগের উদ্দেশ্যে ব্যয় করব। যদি তারা সময় দেন আর জ্ঞানও থাকে কিন্তু সেসব কথার প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে যা খোদা তা'লা বলেছেন তাহলে এতে সেই বরকত ও কল্যাণ লাভ হতে পারে না, সেই সুফল প্রকাশ পেতে পারে না যা হওয়া সম্ভব।

যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হল হেকমত, অর্থাৎ প্রজ্ঞা আর দ্বিতীয়টি 'মাওইযাতিল হাসানা' অর্থাৎ, সুন্দরভাবে নসীহত করা। আর বলা হয়েছে, এমন প্রমাণাদি উপস্থাপন করা যা সর্বোত্তম। আজকে নামধারী আলেম এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ও সংগঠনগুলো নিজেদের উন্মাদনা এবং প্রজ্ঞাশূন্য, যুক্তি ও বুদ্ধিহীন আর প্রমাণ বিহীন কথার মাধ্যমে ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে যে, অমুসলিম বিশ্ব মনে করে, ইসলাম প্রজ্ঞাশূন্য, যুক্ত-প্রমাণ বিহীন ধর্ম আর নির্বোধ ও অজ্ঞদের ধর্ম। নাউযুবিল্লাহ্। আর একমাত্র চরমপন্থাই হল এ ধর্মের শিক্ষা। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার এ উক্তি অনুসারে তবলীগ করা এবং তবলীগের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক আহমদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই এ দায়িত্বকে সর্বপ্রথম ওহদাদার বা পদাধিকারীদের বুঝতে হবে। গত দু'এক বছরে এসব চরমপন্থী এবং কিছু আলেমের ব্যবহারিক আচার আচরণ ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে আর প্রচারমাধ্যম এসব কথাকে এতবেশি ফলাও করে প্রচার করেছে যে, এখানে সম্প্রতি একটি জরিপ হয়েছে যাতে ইসলামের চরমপন্থী ও নির্দয় ধর্ম হওয়ার এবং মুসলমানরা যেন অপছন্দনীয় গোষ্ঠি সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, এতে সংখ্যারিষ্ঠের উত্তর এটিই ছিল যে, ইসলাম একটি চরমপন্থী ধর্ম আর মুসলমানরা ঘৃণ্য মানুষ। আমরা চাই না মুসলমানরা আমাদের দেশে বসবাস করুক, এরা দেশের জন্য ক্ষতিকর। অথচ কয়েক বছর পূর্বেও এ সম্পর্কে যে জরিপ হয়েছিল তার ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি মুসলমানদেরকে তখন ভালো মানুষ মনে করত। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কতটা সচেষ্ট হয়ে খোদা নির্দেশিত পথে আমাদের তবলীগ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা যে কথাটি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, হিকমত বা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তবলীগ করা। হিকমত কাকে বলে? এ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক আর সফল তবলীগের জন্য হিকমতের এসব অর্থ সম্পর্কে অবগত থাকা আবশ্যক। তবলীগের ক্ষেত্রে আমরা যেন এসব কথা দৃষ্টিতে রাখি।

হিকমত শব্দের একটি অর্থ হল জ্ঞান। তবলীগ করার জন্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেউ কেউ বলে বসে আর এটি তাদের অজুহাত যে, আমাদের যেহেতু জ্ঞান নেই তাই আমরা তবলীগ করতে পারব না। এ যুগে এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য না। কেননা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এমন যুক্তি-প্রমাণে সমৃদ্ধ করেছেন আর জামা'তী সাহিত্যে এ জ্ঞান বিদ্যমান যার ফলে সামান্য প্রচেষ্টাই মানুষকে যথেষ্টভাবে জ্ঞানগত দৃঢ়তা দান করে। প্রশ্নোত্তরের আকারে অডিও ভিডিও তথ্যাদি রয়েছে, ওয়েব সাইটসমূহ রয়েছে। অনেক মানুষ বা কিছু অ-আহমদী অথবা অমুসলিম এমন আছেন যাদেরকে তবলীগ করলে বলে যে, আমাদের কাছে এখন দীর্ঘ বিতর্কের সময় নেই। এমন লোকদের পেম্ফলেট দেওয়া যেতে পারে, ওয়েব সাইটের ঠিকানা দেওয়া যেতে পারে। আর কিছু লোক এমনও আছেন যারা আগ্রহ রাখেন কিন্তু তাদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে সময় না থাকলেও পরে তারা তথ্য সংগ্রহ করেন। অনেক মানুষ নিজেরাই আমাকে জানিয়েছে যে, তারা নিজেরা এভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাই প্রথমে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যেন যাদের সাথে এ ধরণের বিষয়াদি নিয়ে আলাপ হয় তাদের সাথে সেভাবে সেই স্তরে গিয়ে কথা বলতে পারে। দ্বিতীয়ত জানা থাকা উচিত যে, আমাদের বই-পুস্তকে বা ওয়েব সাইটে কোথায় এ সব তথ্য ও উত্তর রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে এবং নাস্তিকদের সাথে আলোচনা করার সময় তাদের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হল অটল ও পাকা কথা। এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন হওয়া উচিত যা জোরালো এবং অকাট্য। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণকে প্রমাণের জন্য আমাদেরকে আরো যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। অতএব, দীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আপত্তি অনুসারে এর বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণাদির ভিত্তিতে খণ্ডনের চেষ্টা করা উচিত। আর তবলীগ বিভাগের আরেকটি কাজ হল, পরিস্থিতি অনুসারে এমন সব আপত্তি এবং এর খণ্ডনমূলক প্রমাণাদি একত্রিত করে জামা'তসমূহে সরবরাহ করা যেন বিভিন্ন আপত্তির জ্ঞানগর্ভ ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণ ভিত্তিক খণ্ডণ বেশি বেশি মানুষের নাগালের ভেতর থাকে।

হিকমত শব্দের একটি অর্থ হল, আদল বা ইনসাফ। বিতর্কের সময় এমন আপত্তি করা উচিত নয় যা উল্টে নিজের বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়্যত,সুশিক্ষা এবং বইপুস্তক,খলীফাদের বইপুস্তকের কারণে সচরাচর এমনটি ঘটে না। কিন্তু অন্য সাধারণ মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মাঝে এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। যেসব মুসলমান আমাদের বিরোধী তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য বাকি নবীদের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। অনেক বড় বড় মানুষ রয়েছে যারা নিজেদেরকে আলেম বলে মনে করে তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও যায়। তাই তবলীগ বিভাগের উচিত এমন আপত্তি ও এর খণ্ডনগুলো একত্রিত করে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে অর্থাৎ, তারা আপত্তি করে আসছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে তারা যে আপত্তি করে তা অন্যদের বিরুদ্ধেও যায় আর তাদের ধর্মের বিরুদ্ধেও বর্তায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন থেকেই তাদেরকে এমন আপত্তির উত্তর দিয়েছেন আর তাদের বইপুস্তক থেকেই তা দিয়েছেন। ভিন ধর্মীদেরকে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে অথবা মুসলমানদেরকেও বলেছেন, তোমরা যে আপত্তি করছ এটি কোন আপত্তি নয়, কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন আপত্তি পূর্বেও করা হতো।

তবলীগ বিভাগের এমন কিছু আপত্তি ছোট পেম্ফলেটের আকারে ছাপিয়ে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা উচিত। বেশির ভাগ লোককে যদি তবলীগের কাজে নিয়োজিত করতে হয় তাহলে এ বিভাগকে পরিশ্রম করতে হবে আর খরচও করতে হবে।

অনুরূপভাবে হিকমত শব্দের একটি অর্থ হল, সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতা। তবলীগ করতে গিয়ে বিনম্র আচরণ এবং বিবেকবুদ্ধি খাটানো একান্ত আবশ্যক। উত্তেজনা ও উগ্রতার সাথে তবলীগ করলে অন্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তারা মনে করে, কোন যুক্তি প্রমাণ নেই তাই উগ্রতার সাথে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। যে উত্তেজিত হয় এবং উগ্রতা প্রদর্শন করে তার সাথেও কোমল ভাষায় কথা বলা উচিত। নামধারী আলেমদের উগ্রতা ও চরমপন্থাই ইসলামী শিক্ষার নিন্দুকদের আপত্তি করার সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যথায় শান্তভাবে কথা বলা হলে এমন অনেক আপত্তি আছে যা এমনিতেই উবে যায়।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হল, নবুয়্যত। কাজেই, এর ভিত্তিতে বিতর্ক করা এবং যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের অর্থ হল, মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুক্তিপ্রমাণ ও এর শিক্ষা অনুসারেই তবলীগ করা উচিত। ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী বা আপত্তিকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া লোকদের আমি দেখেছি যে, তাদের সামনে যখন কুরআনী আয়াতের ভিত্তিতে কথা বলা হয় তখন তাদের ওপর খুব ভালো প্রভাব পড়ে।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হল, অজ্ঞতা থেকে মানুষকে দূরে রাখা। অতএব, এমনভাবে কথা বলা উচিত যা অপরের কাছে বোধগম্য হয় এবং অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে। মহানবী (সা.) বলেছেন যে, মানুষের বোধ-বুদ্ধি অনুসারে তাদের সাথে কথা বল। (কুনযুল আমাল, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৫)

প্রজ্ঞার আরেকটি অর্থ হল, সত্য সম্মত কথা বলা। সর্বদা সত্য এবং বাস্তবতার নিরিখে কথা বলা উচিত। অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য সত্য এবং বাস্তবতা বর্জিত কথা বলা উচিত নয়। এমন কথা যা সত্যতা ও বাস্তবতার পরিপন্থী তার মন্দ প্রভাব পড়ে। কেননা, একদিন সত্য উন্মোচিত অবশ্যই হয়। তাই সর্বদা সত্য ও বাস্তবধর্মী কথা বলা উচিত। আর স্থান, কাল ও পাত্রের নিরিখে যথাযথ যুক্তিপূর্ণ কথা বলাকেও হিকমত বলা হয়। কোন একটি যুক্তিপ্রমাণে যদি বিরোধীর রাগান্বিত হওয়ার বা উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে আর তবলীগি আলোচনার পরিবর্তে যদি ঝগড়া-বিবাদের ও বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এমন কথা বলা থেকে বিরত থেকে এমন কথা বলা এবং প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত যা হবে যথাযথ আর অন্যের রুচিসম্মত এবং বিভেদ সৃষ্টির পরিবর্তে মানুষকে পরস্পরের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। কোন কোন লোক কোন বৈঠকে একটি কথা বলে আর অন্য কোন ব্যক্তি তা শুনে এবং তার ওপর এর সুপ্রভাব পড়ে। এমতাবস্থায় যেখানে নীরব থাকবে আর এ চিন্তা করবে যে, পরে সুযোগ পেলে আবার কখনো কথা বলব, এমনটি না করে সেই বৈঠকেই সে ব্যক্তির পিছনে লেগে যায় এবং বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বা তাকে মানানোর চেষ্টা করে যে, আজকে তোমাকে মানতে বাধ্য করব। এর ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে যায় আর কাছে আসা ব্যক্তিও দূরে সরে যায় এবং যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই, স্থান,কাল,পাত্রভেদে এবং মানুষের পছন্দ-অপছন্দকে সামনে রেখে তবলীগ করা একান্ত আবশ্যক। আর এটি এ দাবিও করে যে, তবলীগে যেখানে অবিচলতা এবং দৃঢ়চিত্ততা আবশ্যক সেখানে ব্যক্তিগত যোগাযোগের গণ্ডি বিস্তৃত করাও আবশ্যক। ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যমে অন্যের রুচি সম্পর্কে জানা যায়।

তাই আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে তবলীগ করে যেতে হবে। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, বছরে একবার বা দু'বার দশ দিনের জন্য তবলীগের পরিকল্পনা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বই-পুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে।

বর্তমানে বিভিন্ন বয়সের মানুষ এখানে শরণার্থী হিসেবে রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে সুস্থসবল যুবক আবার কতক আছেন যারা কিছুটা বয়োবৃদ্ধ। তাদের মামলার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বেশির ভাগের হাতে সময় আছে আর বেশির ভাগ সময় তাদের কোন কাজ নেই। এই সব মানুষদের তবলীগ করার জন্য নিজেদের স্বাস্থ্য এবং বয়সের অনুসারে নিজেদেরকে তবলীগের কাজে পেশ করা উচিত। বইপুস্তক বিতরণের জন্য কম-বেশি যতটা সম্ভব সময় দেওয়া উচিত। ভাষা না জানলে বই পুস্তক নিয়ে যান, ক্যাসেট নিয়ে যান। রাস্তায় বই পুস্তক বিতরণ করতে হলে একটি স্থায়ী পরিকল্পনা থাকা উচিত। এইসব অভিবাসী বা শরণার্থীদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এটি পুণ্যের বা সোয়াবের কারণ। তবলীগের দায়িত্বও পালন হবে আর এর কল্যাণে হয়তো তাদের কেইসও দ্রুত পাস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। তবলীগ বিভাগের পক্ষ থেকে স্থায়ী তবলীগের জন্য এসব দিক নির্দেশনা দেওয়া উচিত। বই-পুস্তক তাদের পর্যাপ্ত থাকা উচিত যেন এই অনুসারে কাজ করা যায়। সেভাবে কাজ করা উচিত যা 'হেকমত' শব্দের অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। ওহদেদারদেরও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, পুরোনো লোকদেরও তবলীগ করা উচিত। আমি অভিবাসীদের কথা বললাম তাই শুধু তারাই করবে, এমনটি হওয়া উচিত নয়। দাঈয়ানে খুসুসি বা বিশেষ দাঈইলাল্লাহদের নাম ধারণ করলেই চলবে না বরং বেশি সময় দিয়ে তবলীগের ময়দানে তাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পৃথিবীর অবস্থার নিরিখে জগদ্বাসীকে পরিস্কারভাবে এখন আমাদেরকে বলতে হবে যে, এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তোমাদের বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হওয়ার কারণে, খোদার অসন্তুষ্টির কারণে। তাই রাস্তা একটিই বাকী আছে, তা হল খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করা আর সত্য ধর্মের সন্ধান করা। 'মওযেযাতুল হাসানা' বা উত্তম নসীহতের ভিত্তিতে তবলীগ হওয়া উচিত। প্রজ্ঞার সাথে যে তবলীগ করার অর্থ রয়েছে, সেই সবই এর অন্তর্গত অর্থাৎ কোমল ভাষায় এবং হৃদয়ে যা প্রভাব বিস্তার করে এমন ভাষায় তবলীগ করা উচিত।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা প্রজ্ঞা এবং সুন্দর নসীহত এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে তবলীগের যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুসারে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর অবিচলতার সাথে তবলীগ অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ্ বলেছেন এর ফলাফল আমি নিজেই প্রকাশ করব। কে পথভ্রষ্ট হবে আর কে সঠিক পথ পাবে এই বিষয়গুলো আল্লাহ তা'লাই ভাল জানেন। অন্যত্রে আল্লাহ তা'লা বলেন যে, তুমি বাহুবলে কাউকে হেদায়াত দিতে পারবে না। অবশ্য তোমাদের দায়িত্ব হল তবলীগ করা এবং সত্যের বাণী পৌঁছানো। সত্যের বাণী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং ইসলামের সৌন্দর্য এবং ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা অন্যদের সামনে তুলে ধরা এবং প্রচার করার কাজ তোমরা অব্যাহত রাখ। মানুষ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। মানুষ যেহেতু আলেমুল গায়েব নয় তাই সে একথা বলতে পারে না যে, সময় নষ্ট করার পরিবর্তে তার কাছেই গিয়ে পয়গাম পৌঁছাবে, যার ওপর প্রভাব পড়বে। মানুষ তো জানে না যে, কে ভাল প্রভাব গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন: তোমাকে জ্ঞান দেওয়াই হয় নি যে, কে প্রভাব গ্রহণ করবে আর কে করবে না। তাই কেন তবলীগের ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেল না বা কেন শতভাগ মানুষ আমাদের পয়গামে বা তবলীগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে না-এই ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই, আল্লাহ্ তা'লা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন কেবল এতটুকুই যে, আমরা পয়গাম পৌঁছিয়েছি কি না বা আমরা তবলীগ করেছি কি না বা আমরা কেন তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি, কেন খোদার নির্দেশ অনুসারে তবলীগ করি নি। কে হেদায়াত পাবে আর কে পাবে না বা কে সত্য গ্রহণ করবে আর কে করবে না, তা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। যদি আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকি তাহলে এ পৃথিবীর মানুষ অন্ততপক্ষে মৃত্যুর পর এ কথা বলতে পারবে না যে, আমরা তো ইসলামের সংবাদই পাই নি। আমরা যেহেতু ইসলামের সংবাদ পাই নি তাই আমাদের কোন অপরাধ নেই।

অনেকেই পয়গাম শুনে, তবলীগ শুনে, বুঝে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কিছু তাদের পথে বাধ সাধে, কোন প্রতিবন্ধকতা মাঝে এসে যায় যার কারণে তারা সত্য গ্রহণ করে না। দু'দিন পূর্বেই ইউরোপের এক দেশের মুবাল্লেগ আমাকে লিখেছে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি যারা জার্মানিতে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, জলসায়ও যোগদান করেছিল, তাদের উপর তবলীগ এবং জলসার পুরো পরিবেশের খুবই ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।বেশ কয়েকবার বয়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন যে, গ্রহণ করার সৌভাগ্য কেউ পাবে কিনা কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছি বা প্রকৃত শিক্ষার চিত্র তার সামনে তুলে ধরেছি।

তবলীগ সম্পর্কে আরেকটি কথা যা মনে রাখতে হবে, অনেকেই প্রশ্ন করে যে, তবলীগ করে কতজনকে আহমদী করেছ? আবার একথাও বলে যে,স্বয়ং মুসলমানরা তোমাদেরকে মুসলমান মনে করে না। আবার এটিও বলে যে, তোমরা যেভাবে ইসলামের তবলীগ কর বা ইসলামের বাণীর প্রচার কর এভাবে সকলের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে যেতে কত সময় লাগবে? একই সাথে তারা একথাও স্বীকার করে যে বাহ্যতঃ তোমাদের কথাই যুক্তি সম্মত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ। আমাকেও অনেকে বিভিন্ন জায়গায় জিজ্ঞেস করেছে। জার্মানির সাম্প্রতিক সফরে এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করেছে। আমি সব সময় এই উত্তরই দিয়ে থাকি যে, আমাদের জন্য নির্দেশ হল তবলীগ করা এবং পয়গাম পৌঁছানো, আমরা তা থেকে বিরত থাকতে পারি না এবং ভবিষ্যতেও এই কাজ করে যাব। আমরা আমাদের কাজ অব্যাহত রাখব। কে হেদায়াত পাবে বা কে সত্য গ্রহণ করবে আর কে করবে না এটি আল্লাহই ভাল জানেন। আমাদের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আমরা পালন করে যাব। কিন্তু একই সাথে খোদার এই প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ। তাই আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এই আশায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছি যে, ইনশাআল্লাহ একদিন আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করব।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থানে আলোকপাত করেছেন। কীভাবে অনেক সময় ইসলাম বিরোধীরা তাঁর আবেগ অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার বা তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই আয়াতের শিক্ষা শিরোধার্য করে যাতে ঝগড়া বিবাদ না হয়, শান্তি বিঘ্নিত না হয় এটি নিশ্চিত করতে কেমন আচরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তা দেখুন! তিনি তাঁর বইতে বলছেন-

" আল্লাহ্ খুব ভালো জানেন, আমরা কখনও উত্তর দিতে গিয়ে কোমলতা এবং ধৈর্য্য বিসর্জন দিই নি। (অর্থাৎ এটি কখনও হয় নি যে, আমরা কোমলতা আর নম্র ভাষণকে পরিত্যাগ করেছি।) সব সময় কোমল এবং নরম ভাষায় কথা বলেছি। অবশ্য অনেক সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর ও প্ররোচনামূলক রচনা দেখে কঠোরতাকে উপযুক্ত মনে করেছি আর এ উদ্দেশ্যে তা আমরা অবলম্বন করেছি। (অনেক সময় কঠোর হয়েছি। কেননা পাপাচারি আলেম এবং দুর্বৃত্ত ও সীমালঙ্ঘনকারী আলেম যারা সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করে তাদের রচনার উত্তরে কিছুটা কঠোর হয়েছি, সে ধরণের কথা লিখেছি) যেন মানুষ সমুচিত উত্তর পেয়ে বন্য ও পাশবিক ধ্যান ধারণাকে দমন করে। (আর এটি এজন্য যে, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হয়, তবে এমন কঠোর উত্তর দেওয়া যেতে পারে যা তিনি সেই উত্তর দিয়েছেন। এর বেশি উত্তেজনা ও উন্মাদনা দেখানোর প্রয়োজন নেই যেন দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয়) তিনি বলেন, এই কঠোরতার রিপুর তাড়নায় নয় বা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নয়। বরং আয়াত 'জাদেলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসানের'-আদেশ শিরোধার্য করেই একটা কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে।" অনেক সময় কঠোর হতে হয়, সেই কঠোরতাও এই আয়াতের শিক্ষা অনুসারেই। এই কর্মপন্থা হিসেবে এটি অবলম্বন করা হয়েছে। এমনভাবে কথা বল যা সঠিক এবং স্থান-কাল ভেদে যেন হয়। আর বিরোধীকে

তখন সমুচিত বা অনুরূপ উত্তর দিতে হয় যেমন কথা সে বলে থাকে আর এই কারণে অনেক সময় কঠোর রূপ প্রকাশ পায় কিন্তু সার্বিক নিয়ম কোমলতা হওয়া উচিত। তাই এটি কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু এমনটি করা হয়েছে, যখন বিরোধীদের অবমাননা তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং অপলাপ সীমা ছাড়িয়ে যায় আর আমাদের নেতা ও মনিব সারা বিশ্বের গৌরব রসূলুল্লাহ সম্পর্কে এমন নোংরা এবং আপত্তিজনক শব্দ তারা ব্যবহার করেছে যে, এর ফলে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল তখন আমরা এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছি।"

(ইবলাগ, রূহানী খাযায়েন, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৫)

অতএব, যেখানে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় সেখানে 'জাদেলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসানে'র অর্থ হল কিছুটা কঠোরতার সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কর্ম পন্থা অবলম্বন করে সেই কর্মপন্থা অবলম্বন করে উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তাই প্রকৃত উদ্দেশ্য হল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা নিরসন করা। মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অশান্তি এবং নৈরাজ্যের পথ বন্ধ করা আর বাণী বা পয়গাম সঠিকভাবে পৌঁছানো। এটি জরুরী বিষয়। তিনি কখনও সেই পন্থা অবলম্বন করেন নি যা বিরোধীরা করেছিল। অধিকন্তু তিনি এটি বলেন যে, এই প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা আবশ্যক। অশান্তি যাতে ছড়াতে না পারে তিনি এজন্য যুক্তির ভিত্তিতেই কথা বলেছেন এবং আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু যেখানে আত্মাভিমান প্রদর্শন করা আবশ্যক সেখানে আত্মাভিমান দেখিয়েছেন।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন: 'জাদেল হুম বিল্লাতি হিয়া আহসান' আয়াতের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা এতটা নমনীয় হব যে কারো কথায় সায় দিয়ে বাস্তবতা পরিপন্থী কথাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিব। এমন ব্যক্তি যে খোদা হওয়ার দাবি করে আর আমাদের রসূল (সা.) কে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়, হযরত মূসা (আ.)এক দস্যু হিসেবে আখ্যায়িত করে, এমন মানুষকে কি আমরা সত্যবাদী বলতে পারি? এমন কথাকে কি 'মুজাদেলা হাসানা' বলা যেতে পারে? মোটেই নয়, বরং এটি কপটাচার আর ঈমানহীনতার লক্ষণ।"

(তরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা: ৩০৫)

তাই এ বিষয়গুলোর পার্থক্য আমাদেরকে সব সময় সামনে রাখতে হবে। কপটতা যেন প্রকাশ না পায়। আর আমাদেরকে তবলীগ করতে হবে এবং অন্যদের কথা বলতে হবে বলে আমরা যেন এতটা অধঃপতিত না হই যে, আত্মাভিমানই হারিয়ে যায়। হ্যাঁ, ঝগড়া বিবাদ করবে না কিন্তু এতটুকু করা যায় যে, তাদের কথা তাদের মুখে ছুড়ে মারতে হয়। যেখানে বিরোধীরা আপত্তির ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যায় বা তাদের কথায় যদি সীমাতিরিক্ত নোংরামী থাকে, নোংরা ভাষা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা থামাতে উত্তর দিতে হয়। অনুরূপভাবে নম্রতার বা কোমলতার অর্থ আদৌ এটি নয় যে, কপটচার প্রদর্শন করবে, এতটা ভয় পাবে, তাদের কথায় সায় দিবে আর বাস্তবতা পরিপন্থী কথাকে সত্য বলে মেনে নিবে। প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা আবশ্যক। ভাষার কোমলতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করাও আবশ্যক কিন্তু ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত বলাও আবশ্যক।

তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রজ্ঞার অর্থ কাপুরুষতা নয় বা নিজের কাছে টানার জন্য ভ্রান্ত কথাকে সত্যায়ন করাকে প্রজ্ঞা বলা হয় না। যেমন, আজকাল বস্তুবাদীরা স্বাধীনতার নামে এমন আইন প্রণয়ন করে রেখেছে শরীয়ত যার আদৌ অনুমতি দেয় না। এর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে বলে যে, আহমদীরাও নিজেদেরকে চরমপন্থা থেকে পৃথক রাখার দাবি করে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে কথা বলছে। তারা বলে, যে আমরা চরমপন্থী নই, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরাও কট্টরপন্থী। এই উদাহরণ দিতে গিয়ে মহিলাদের সাথে করমর্দন বা সমকামিতার বিষয়টিকে উত্থাপন করে। সম্প্রতি জার্মান সফরে কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছে আর আমার উত্তর শুনে তাদের কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্যও করেছে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পেরেছে বাস্তবতা অনুধাবন করেছে। আমাদের ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু ভুলকে অবশ্যই ভুল বলতে হবে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের এক রাজনৈতিক দলের সদস্য যার সম্পর্কে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি পার্টির নেতৃত্বের দৌড়ে অংশ নিবেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি দলনেতা হতে পারেন না, কেননা তিনি সমকামিতা এবং গর্ভপাতের বিরোধী। তিনি বলেন যে, এই দুটি বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা শুনার জন্য আমাদের সমাজে কেউ প্রস্তুত নয়। সমকামিতার যতদূর সম্পর্ক, কুরআন ও বাইবেল উভয় গ্রন্থে এমন পাপে লিপ্ত জাতিকে সার্বজনীন শাস্তি প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু গর্ভপাত কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বৈধ মনে করি। যাই হোক এটি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এ বিষয়টি তিনি বুঝেন না।

আরেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা কয়েক মাস পূর্বে পার্টির নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এ জন্য যে, তিনি সমকামিতার বিরোধী। তিনি বলেন যে, এই কারণে আমি আমার ঈমান এবং রাজনীতি নিয়ে উভয়সংকটে পড়েছিলাম। তাই নিজের ঈমান রক্ষার জন্য পার্টির নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়।

অতএব, এরা যারা বস্তুবাদী, যাদের ধর্মও সঠিক রূপে বিদ্যমান নেই, জাগতিক বিষয়াদিকে এরা ধর্মের জন্য বিসর্জন দিচ্ছে, কোন প্রকার আপোস করে না, কাপুরুষতা প্রদর্শন করে না। এমন ক্ষেত্রে আমরা যারা শেষ এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের মান্যকারী তাদের ঈমান কতটা দৃঢ় হওয়া উচিত! আর জাগতিক সম্পর্কের গণ্ডিতে আর তবলীগের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার সাথে এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এসব কথার খণ্ডন করা উচিত। জাগতিক স্বার্থে এ বিষয়গুলোকে ভয় পাওয়া উচিত নয় আর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাদের কথায় সায় দেওয়াও উচিত নয়। যদি কথা বলার সময় প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি অনুসরণ করা হয় তবে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত, পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য তা আমি সম্যক অবগত আছি। অতএব, খোদা যাকে হেদায়াত দিতে চান আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার বক্ষ উন্মোচিত করেন। বিশেষ করে ওহদেদারদের এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমি দেখেছি তাদের পক্ষ থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি ভীরুতা প্রদর্শিত হয়। বিরোধীতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। বিরোধীতা তবলিগের পথ উন্মোচন করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: মিথ্যা সত্যের যত প্রবলভাবে বিরোধীতা করে ততই সত্যের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত রয়েছে যে, জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যত তাপমাত্রা বাড়ে শ্রাবন মাসে ততই বৃষ্টি বেশি হয়। (অর্থাৎ মে জুন মাসে গরম বা তাপমাত্রা যতটা বৃদ্ধি পায় বর্ষাতে অর্থাৎ জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বরে যখন মনসুন আসে সে সময় বৃষ্টি অনেক বেশি হয়।) তিনি বলেন, এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। সত্যের যত প্রবল বিরোধিতা হয় ততই তা ঔজ্জ্বল্য ও শৌর্য প্রকাশ করে। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যে যে ক্ষেত্রে আমাদের সম্পর্কে বেশি হৈচৈ হয়েছে সেখানে একটি জামা'ত প্রস্তুত হয়ে গেছে। যেখানে মানুষ কথা শুনে চুপ করে থাকে সেখানে খুব বেশি উন্নতি হয় না।"(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১০-৩১১)

এ দৃশ্য আজও আমরা দেখি। সম্প্রতি জার্মানিতে আলজেরিয়া থেকে আগত আমাদের এক বিশিষ্ট আ-আহমদী বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, একথা ঠিক যে, বর্তমানে আলজেরিয়ায় আপনাদের জামাত বড় কষ্টের মধ্যে আছে। কিন্তু এই বিরোধীতার কারণে জামা'তের পরিচিতি এবং তবলীগ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ জামা'তকে এখন জানে। ইনি বলেন যে, এই বিরোধীতার কারণে জামা'ত এতটা পরিচিত লাভ করেছে যা হয়তো দশ-কুড়ি বছরেও সম্ভব ছিল না। সেখানকার আহমদীরাও এ কথা লিখে পাঠায় যে, পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হতেই অনেক অঞ্চলের মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেছে। অতএব, বিরোধিতা বা দুনিয়ার লোকদেরকে কোনভাবে ভয় করা উচিত নয়। কিন্তু একই সাথে তবলীগের জন্য প্রজ্ঞা বা হিকমতও আবশ্যক। আরেকটি জরুরী বিষয় হল মানুষের কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য থাকা। অর্থাৎ যা মুখে বলে তা যেন নিজে সে মেনেও চলে। প্রজ্ঞার কথা মুখ থেকে তখন বের হয় এবং অন্যদের উপর প্রভাব পড়ে যখন কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার বলেন যে, অনেকেই মৌলবী এবং আলেমের পরিচয় নিয়ে মেম্বারে উঠে নিজেদেরকে রসূলের নায়েব এবং নবীর উত্তরাধিকারী আখ্যায়িত করে বক্তৃতা ও ওয়াজ করে বলে যে, অহংকার কর না, পাপাচার এড়িয়ে চল। কিন্তু তাদের নিজেদের যে আমল এবং তাদের কীর্তিকলাপের ধারণা এটি থেকে পাওয়া যায় যে, এদের কথার কতটা প্রভাব মানুষের ওপর পড়ে। (প্রত্যেক তবলীগকারীর কথা তখন প্রভাব ফেলে যখন তবলীগকারীর কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য থাকে।) তিনি বলেন, এমন মানুষ যদি ব্যবহারিক বা কর্মশক্তি রাখত, মানুষকে বলার পূর্বে যদি নিজেরা আমল করত তাহলে কুরআনে لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ (আস-সাফ: ৩) বলার কী প্রয়োজন ছিল? এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই পৃথিবীতে মুখে বলে কিন্তু নিজে আমল করে না এমন মানুষ ছিল, আছে এবং থাকবে। তোমরা আমার কথা ভালভাবে শুন এবং হৃদয়ে ভালভাবে গেঁথে নাও যে, যদি মানুষ আন্তরিকভাবে কথা না বলে আর ব্যবহারিক শক্তিতে বলীয়ান না হয় তাহলে তা প্রভাব ফেলবে না। আমাদের মহানবী (সা.)-এর সত্যতা এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। কেননা, যে সাফল্য এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের যে সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে তার দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর এই সব কিছু এজন্য হয়েছে যে, তাঁর কথা এবং কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। " (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭-৬৮)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন যে, স্মরণ রেখো! (আমাদেরকে নসীহত করছেন) শুধু বড় বড় শব্দ ব্যবহার করা আর বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষ নিজে কর্ম শক্তিতে বলীয়ান হবে। আর কেবল কথা খোদার দরবারে কোন গুরুত্বই রাখে না। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন যে, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ । (আস-সাফ: ৪)

সাফল্য ও খ্যাতি এতই অসাধারণ ছিল যে তাঁরা আখ্যায়িত হয়েছেন বহু আলংকারিক বিশ্লেষণে, প্রসংশিত হয়েছেন উচ্ছসিত ভাবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বড় বড় মনীষীগণ কর্তৃক। বহু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় মুসলমানেরা উন্ন তির শীর্ষে পৌঁছেছিল সত্য, তবে একথা বলাই বাহুল্য যে পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও এগিয়ে যেতে, নিজেদের সে প্রতাপ, প্রতিপত্তি, প্রাধান্য ও বিশ্ব নেতৃত্ব বজায় রাখতে তাঁরা হয়েছিল ব্যর্থ। এর কারণ কি? শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে এবং অর্ধ জাহান শাসনের বিশ্বনেতৃত্ব যাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, তা আজ কোথায় গেল? আজ এতএত মুসলমান দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন পারছে না মুসলমান বিশ্ব নেতৃত্ব দান করতে? এর একমাত্র কারণ হলো মুসলমান জাতির কোন নেতা নেই। আজ যে ঐশী খেলাফতের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে তা থেকে মানুষ দূরে বলেই মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে অপদস্থ হচ্ছে।

বেশ কয়েক বছর পূর্বে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কমিটি ইন্টার গভর্ণমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) এক প্রতিবেদন পেশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ফলে এশিয়ার ১০০ কোটিরও বেশি লোক বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়, হিমালয়কে নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিবে। কারণ ৩০ বছরের মধ্যে হিমালয়ের যাবতীয় হিমবাহের শৈল খণ্ডের পাঁচ ভাগের চারভাগই গরমে গলে যাবে। পাঁচ লাখ বর্গ কিলোমিটার বরফের এলাকা কমে এক লাখ বর্গকিলোমিটার হয়ে যাবে। এমনকি বাংলাদেশেও বিপর্যয় নিয়ে আশঙ্কা করা হয়েছে। বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশের মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র শুকিয়ে যাবে। বিশেষ করে গঙ্গার দুই-তৃতীয়াংশ জল প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। প্রায় ৪০ কোটি মানুষ পানি সঙ্কটে পড়বে। কৃষকেরা জমিতে পানি সেচ দিতে পারবে না। পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাবে।

(দৈনিক প্রথম আলো, ৭/০৪/০৭)।

জলবায়ুর প্রতিবেদনটি এখানে এই জন্যই তুলে ধরেছি, কারণ আজ শুধু মুসলিম জাহানই নয় বরং সমগ্র বিশ্ব এক চরম বিপর্যয় ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। আর শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্ল াহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুসারীরাও আজ সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে বিধ্বংসের চরম সীমায় পৌঁছেছে। বর্তমানেএবং অতীতে আর ভবিষ্যতে যে ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং যা অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থ ানে ঘটেছে, তার একমাত্র কারণ যদি আমরা গবেষণা করি তাহলে নিঃসন্দেহ বলা যায় এই সব বিপর্যয় যুগ ইমামকে না মানার কারণেই ঘটছে এবং ঘটতে থাকবে। কারণ হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর যুগে এসব আলামত ঘটারই কথা যা আমাদের প্রিয় নবী ও শ্রে ষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্ত াফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো।আল্লাহতায়ালা যেভাবে বলেছেন, "আর আমরা কোন জাতিকে কখনও আযাব দেইনা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল প্রেরণ করি" (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত নং ১৬)।

বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি এমন ভাবে গ্রাস করেছে যে এ থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে বাণী পেয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেসসালাম যথাসময়ে এ যামানার আযাব সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এর অংশবিশেষ সচেতন পাঠক বৃন্দের জন্য তুলে ধরছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)- বলেন ঃ

"শুধু ভূকিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হবে। কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটা এজন্যে হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থি ব বিষয়ে নিমজ্জিত হয়েছে। আমি যদি না আসতাম, তবে এসব বিপদরাশি আসতে কিছুটা বিলম্ব হতো। খোদাতাআলার ক্রোধ বহুদিন যাবৎ লুকায়িত ছিল। আমার আগমনের সঙ্গে তা প্রকাশিত হয়েছে"।

এ যুগের মসীহ (আ.)-জাতিকে সাবধান করে আরও বলেন ঃ

"অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকবে, বিপদ আসার পূর্বেই যারা ভীত হয় তাদের প্র তি করুণা প্রদর্শিত হবে। তুমি কি মনে করছো যে, এসব ভূমিকম্প হতে তুমি নিরাপদে বেঁচে যাবে? স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? কখনও নয়। মানুষের চেষ্টা সেদিন অচল হবে। মনে করো না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসছে, কিন্তু তোমাদের দেশ নিরাপদে থাকবে। আমি তো দেখছি হয়তো তোমরা তা হতেও গুরুতর বিপদের মুখে পড়বে। 'হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পেয়েছি। এক অদ্বিতীয়ময় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করবেন। যার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক ঐ সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি। এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে, নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শ ন করবে । খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়-কীট, তাঁকে যে ভয় করে না সে জীবিত নয়- মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী)

এ শতাব্দীতে একদিকে বিভিন্ন দেশে প্র লয়কারী ভূমিকম্প হচ্ছে-অপরদিকে বন্যা এসেও তাণ্ডবসৃষ্টি করছে। বন্যার আক্রমণে আমাদের এদেশ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, বন্যা শুধু অনুন্নত দেশেই সীমাবদ্ধ নয়-চীন, জাপান, ভারত, আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় দেশসমূহও এর গ্রাস হতে রেহাই পায়নি। এসব বন্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি আযাবের পর্যায়ে চলে গেছে। কাজেই এসব আযাব হতে বাঁচার জন্য সমবেত চেষ্টায় মনোনিবেশ করা একান্ত কর্তব্য।

বৈজ্ঞানিকরা যে সব প্রতিকার বলতেন, তা যেমন কার্যকারী করতে হবে তেমনি যুগ ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) গোটা জীবন দিয়ে শুধু মানব জাতিকে মাতৃসম স্নেহ-মমতা নিয়ে আল্লাহর পথে সত্য ও পূর্ণ ধর্ম ইসলামের পথে যেভাবে আহ্বান করেছেন তাঁর ডাকে আর দেরী না করে যথাযথভাবে সারা দিতে হবে। বিজ্ঞান এবং ঐশী জ্ঞান ও পথনির্দেশনা অবহেলা করে নয় বরং উভয়ের সমন্বয়েই আমাদের বৃহত্তর মঙ্গল। বর্ত মান যুগের মাহদীর পঞ্চম খিলাফতকাল চলছে। সকল জাতির উচিত আর দেরি না করে বর্তমান আযাবের কথা চিন্তা করে নেযামে খেলাফতের অধিনে চলে আসা, আর এতেই সমগ্র বিশ্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে।

সমগ্র বিশ্ব যদি আজ এক ইমামের নেতৃত্বে সামনের দিকে অগ্রসর হতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা সকল প্রকারের বিপর্যয়ের হাত থেকে জাতিকে নিরাপদ রাখতেন। আজ অনৈক্যের কারণেই দেশে-দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই আছে, এ শেষ হবার নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সবাই এক ইমামের নেতৃত্বে চলবে। যে জাতির কোন আধ্যাত্মিক নেতা নেই, সেই জাতিকে কি জীবিত বলা যায়? সে জাতি তো মৃত।

আজ সমগ্র বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে, কিন্তু তাদের কোন নেতা নেই, যিনি সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্ল াহর নিকট চাইবেন, জাতির দুঃখে পাশে এসে দাঁড়াবেন। কেউ কি আজ বলতে পারে যে, তাদের এই ধরনের আধ্যাত্মিক নেতা রয়েছে? কোন সম্প্রদায় আজ এমন নেই যারা বলতে পারবে যে তাদের এমন এক নেতা রয়েছেন, যিনি আমাদের জন্য দোয়া করেন, আমাদেরকে আলো দেখান। একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরাই বলতে পারবে, আমাদেরই একমাত্র আধ্যাত্মিক নেতা রয়েছে যার ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ নিজে করেছেন যে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে নিযুক্ত করেছিলেন"

(সূরা নূর আয়াত নং ৫৬)।

আজ উম্মতে মুসলেমা শতধা বিভক্ত, যার ফলে মুসলমানদের মাঝেই লেগে আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ। শতধা ভিক্ত হয়ে ইসলামকে চরম অধঃপতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। প্রকৃত ইসলাম আজ খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দলের নেতারা যার যার ইচ্ছা মাফিক, ইসলামিক আইন-কানুন তৈরী করে নিয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও অপব্যাখ্যা দিয়ে শান্তির ইসলামকে কালিমাযুক্ত করে অশান্তিতে পরিণত করছে। যার ফলে বি-ধর্মীদের মাঝে ইসলাম আজ সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। কিন্তু এই দোষতো ইসলামের নয়, দোষী হচ্ছে তারা যারা শান্তির ধর্মকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করতে অনৈতিক কাজ করছে। আর তারা খেলাফতের অধীনে নেই বলেই এমনটা করতে পারছে। তাদের কোন আধ্যাত্মিক

নেতা নেই, তাই আজ তারা অন্ধ হয়ে গেছে। ভালকে ভাল মনে করতে পারছে না। তাদের বাধা দেওয়ার

মত কেউ নেই। যে বলবে এটা ভাল নয়, এটা ঠিক নয়, এটা ইসলামে নেই এই ধরনের কথা বলার মত তাদের কেউ নেই।

আজ আহমদীয়া জামাতেই একমাত্র ইসলামী খিলাফতরয়েছে বলেই তারা দিনের পর দিন উন্নতি করে যাচ্ছে এবং বিশ্ব বিজয়ের পতাকা

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২৩ এপ্রিল, ২০১৮
সেক্রেটারী ওসায়া

নিউবিড জামাতরে সদর সাহেব বলেন, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের কাছে মসজিদ আছে। আমরা মুরুব্বী কোয়ার্টারে জন্য আবেদন করেছি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য জিনিসের জোগান আমরা দিব। মসজিদের সঙ্গে কোয়ার্টার তৈরীর জন্য জায়গাও রয়েছে। আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের জামাতের দুইজন জামেয়াতেও পড়তে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি আপনারা নিজেই সমস্ত কিছু চাহিদা পূরণ করেন এবং সুযোগও রয়েছে তবে বানিয়ে নিন। আপনাদের বাধা কিসের? যেহেতু জায়গা ও অর্থ উভয়ই রয়েছে, তাই সেক্রেটারী জায়েদাদকে লিখিত আবেদন জানান যে, মুরুব্বী হাউস তৈরী করতে চান। এরপর তা তৈরী করে নিন।

* এক জামাতের সদর বলেন, মসজিদ তৈরী হওয়ার সেখানে খুব বেশি প্রোগ্রাম রাখা হচ্ছে এবং এতে জার্মানরাও অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের কাছে যিয়াফত বা অতিথি আপ্যায়নের জন্য কোন জায়গা নেই যেখানে আমরা ভদ্রস্থ উপায়ে তাদের জন্য কোন খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি। আমি কাঠের ছাউনি বা শেড তৈরীর প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্থানীয় জামাত নিশ্চয় শালীনভাবেই তাদেরকে খাওয়ায়। আপাতত যা কিছু নাগালের মধ্যে রয়েছে তা দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন। অসুবিধা তো অবশ্যই আছে। আমাদের প্রাচুর্য ও উপায় উপকরণ থাকলে সবকিছু একসাথেই তৈরী করে নিতাম। কিন্তু যেমন অর্থ রয়েছে সেই অনুসারেই অংশ পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেক সপ্তাহেই তো আর অ-আহমদীদের সঙ্গে অনুষ্ঠান থাকে না। যখন হয় তখন তাঁবু বা সামিয়ানা খাটিয়ে নিন। অনেক বেশি অতিথি উপস্থিত হলে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মসজিদের মধ্যেই প্লাস্টিক পেতে সেখানে ব্যবস্থা করতে পারেন। আমি যুক্তরাজ্যে একাজ করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু বছরে যদি দুই-একবার এমন নিরুপায় হতে হয় তবে মসজিদে প্লাস্টিক পেতে সেখানে চা-নাস্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু পরে ভাল করে পরিস্কার করার ব্যবস্থা করুন। খাবারের মধ্যে মসলার গন্ধ থাকে, তাই এগুলি মসজিদে নিয়ে আসা উচিত নয়। যদি চা বা জলাহার নিয়ে আসেন তবে তা একটি সীমা পর্যন্ত করা যায়। আমাদের সমস্যা তো অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে যে সমস্ত উপায় উপকরণ রয়েছে তারই মধ্যে সীমিত থেকে এই সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে। বছরে দুই-একবার যে বড় প্রোগ্রামগুলি হয় সেক্ষেত্রে তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করবেন। আর অন্যান্য সময় মসজিদের মধ্যে চা-পানি পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যেমনটি আমি বললাম, খাবারের মধ্যে মসলার গন্ধ থাকে, এই কারণে খাবার আনা উচিত নয়।

* একজন সদর বলেন: ফিল্ড বা কর্মক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত মিটিং বা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বিলাসিতাপূর্ণ ভোজনের দ্রুত প্রচলন ঘটছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেউ যদি নিজের টাকায় এমন বিলাসিতাপূর্ণ ভোজনের আয়োজন করে তবে, তাকে করতে দিন। কিন্তু কিছু বিশেষ দিনগুলিতে যেমন- মসীহ মওউদ দিবস, সীরাতুন্নবী (সা.) বা যখন জামাতী জলসা বা অনুষ্ঠান হয় তখন জামাতের পক্ষ থেকে সাধারণ খাবার তৈরী করুন। এত বিলাসিতাপূর্ণ খাবার তৈরীর প্রয়োজন কি? রুটি - তরকারী বা ভাতের ব্যবস্থা করে দিন। কিম্বা কেবল বিরয়ানি ও সঙ্গে দই। বেশি খাবারের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি স্থানীয় জামাত খরচ করে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটের অর্থ যেন এক্ষেত্রে খরচ করা না হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.)- মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন: মুবাল্লিগদের মাসিক মিটিং করার স্থানটি পরিবর্তন করতে থাকুন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জামাতে মিটিং করুন। মিটিংয়ের পাশাপাশি অন্যান্য তরবীয়তী অনুষ্ঠানও হয়ে যায়। দূর-দূরান্তের জামাতে যাবেন যাতে, জামাতগুলিও বুঝতে পারে যে, মুরুব্বীরা কাজ করছে এবং মুরুব্বীরা জানতে পারে যে, কোন কোন জায়গায় জামাত আছে এবং কিভাবে তাদের কাজ চলছে। এইভাবে যোগাযোগ ও একটি পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী হয়।

দুইয়ের ও সাতের পাতার পর.....

তাদের হাতেই পত্-পত্ করে উড়তে দেখা যাচ্ছে। আজ জার্মান বলুন আর যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে বলুন বা আফ্রিকার কোন দেশে বলুন হাজার হাজার লোক সমাগমে সম্মানের সাথে ধর্মীয় সম্মেলন করে যাচ্ছেন, তাদের কেউ বলে না যে এরা সন্ত্রাসী। সবাই জানে ইসলাম বলতে আজ এদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। এরা শান্তিকামী মানুষ। এরা সমাজের জন্য শান্তির বার্তাবহন করে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ছাড়া অন্য কোন দলে খিলাফতব্যবস্থা নেই বলে তারা ইসলাম ও ধর্ম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারছে। কিন্তু ঐশী খলীফা ধর্মীয় আইনকে ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করেন এবং পথভ্রষ্টদেরকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছবার আহ্বান জানান। সকল প্রকার ধর্মীয় বেদাত দূর করে এক আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী সৎকর্মীদের পবিত্র দল গঠন করেন। খলীফার নেতৃত্বে যারা থাকেন, তারা খলীফার ডাকে, আল্লাহর রাস্তায় ধর্ম প্রচারে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন, যা খলীফাহীন দলে দেখা যায় না।

খলীফার মাধ্যমে মুসলমানরা এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং এক ঐশী গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী করে। সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবার জন্য এক মহান নেতার নেতৃত্বাধীনে সমবেত হয়ে বেষ্টিত থাকে। সমগ্র বিশ্বের ধনী-দরিদ্র, সচল-দুর্বল, শিক্ষিত -অশিক্ষিত জনগণকে এক সার্বজনীন যোগসূত্রে প্রোথিত করে প্রগতিশীল জাতিরূপে সংঘবদ্ধ করার জন্য ঐশী নেতৃত্বের অতি প্রয়োজন। যেহেতু, একতা, সংহতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা কোন জাতির উন্নতির প্রধান উপকরণ, আর এ সবের সমাধান একমাত্র আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মাঝেই থাকে। আর সকল বিপদাপদ থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ যাকে মনোনীত করেন তিনিই হলেন প্রকৃত খলীফা। এমন মহাপুরুষ সর্বদা আল্লাহতায়ালার বিশেষ অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ বিনা দ্বিধায় মানতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। আজ আহমদীয়া খলীফার নেতৃত্বে সারাবিশ্বে লাখ লাখ ধর্ম প্রাণ মুসলমান ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ফলে আজ আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের ত্রিত্ববাদের দেশে-দেশে ইসলামের পতাকা উড়তে শুরু করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন সারা বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড়বে আর তারা একক নেতৃত্বে, এক ইসলামী খলীফার অধীনে চলবে।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের একক ইসলামী নেতার খুবই প্রয়োজন। একক নেতৃত্ব ছাড়া বিশ্বের মুসলমানদের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো কোন মতেই সম্ভব নয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো খুবই প্রয়োজন। আর এর জন্য চায় একক নেতৃত্ব, ইসলামী খেলাফত। ইসলামী খেলাফতই পারে জাতি সমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতে সেই খিলাফত বিদ্যমান রয়েছে যার কথা স্বয়ং আল্লাহ ও রসূল বলে গেছেন। তাই আর দেরি না করে ইসলামী ঐক্য গড়ে তুলতে হলে ইসলামী খেলাফতের ছায়ায় আসা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর নেই। সত্যকথা হলো খেলাফতই একমাত্র পারে জাতিসমূহের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে।

******

একের পাতার পর.....

আবেদীন মৌলবী ফাযেল ও মুন্সী ফাযেল পরীক্ষায় পাশ করা একজন লোক ছিলেন। তিনি কেল্লাওয়ালে নিবাসী মৌলবী গোলাম রসূলের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ধমীয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং লাহোরে আঞ্জুমানে হেমায়েতুল ইসলামের একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি হুযুরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সিয়ালকুটীর সহিত কাশ্মিরী বাজারে একটি দোকানে দাঁড়াইয়া মোবাহালা করিলেন। অতঃপর কয়েক দিন পরেই তিনি প্লেগে মারা গেলেন। কেবল তিনিই নহেন, তাহার স্ত্রী-ও প্লেগে মারা গেলেন। তাহার জামাতা একাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনিও প্লেগে মারা গেলেন। অনুরূপভাবে তাহার গৃহের সতের জন ব্যক্তি মোবাহালার পর প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল।

ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার, কেহ কি এই রহস্য বুঝিতে পারে যে, এই সকল লোকের ধারণায় আমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বানোয়াটকারী এবং দাজ্জাল সাব্যস্ত হইয়াছি; কিন্তু মেবাবাহালার সময়ে ইহারাই মারা যায়। নাউযুবিল্লাহ্, খোদাও কি ভুল করিয়া থাকেন? এইরূপ নেক লোকদের উপর কেন আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ হয়? তাহারা মারাও যায়, লাঞ্ছিত হয় এবং অপমানিতও হয়। মিঞা মেরাজ দীন লেখেন, লাহোরে করীম বখশ নামে এক ঠিকাদার ছিল। সে হুযুরের বিরুদ্ধে কঠোর বেয়াদপি এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত এবং অধিকাংশ সময় সে এইরূপ করিতেই থাকিত। আমি কয়েকবার তাহাকে বুঝাইয়াছি। কিন্তু সে বিরত হয় নাই। অবশেষে যৌবনেই সে মৃত্যুর শিকার হইল।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৩৫)

২০১৭ সালের আগষ্ট মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

১৯ শে আগস্ট, ২০১৭

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জার্মানী রওনার হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রোগ্রাম অনুসারে বেলা দশটার সময় ঘর থেকে বের হন। হুযুরকে বিদায় জানাতে নারী -পুরুষ উভয়ে মসজিদ ফযলের বাইরের চার দেওয়ালের মধ্যে একত্রিত ছিলেন। সেখানে হুযুর আনোয়ার উপস্থিত হয়ে সকলের উদ্দেশ্যে সালাম জানান এবং দোয়া করার পর যাত্রীদল সহকারে ডোভার শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ডোভার ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। লন্ডন এবং সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষ ফেরিযোগে এই বন্দর দিয়েই যাতায়াত করে থাকেন। ডোভার শহর থেকে মাত্র এগারো মাইল দূরত্বে ফল্কস্টন অঞ্চলে বিখ্যাত চ্যানেল টানেল অবস্থিত যা ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। এই টানেল বা সুড়ঙ্গের মাধ্যমে ছোট-বড় বিভিন্ন গাড়ি ফ্রান্সের কালায়েস শহর পর্যন্ত পৌঁছায়। আজকের সফর ছিল এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়েই।

প্রায় ত্রিশ মিনিট সফরের পর ফ্রান্সের স্থানীয় সময় অনুসারে ২টা ৫০ মিনিটে ট্রেন ফ্রান্সের কালায়েস শহর পৌঁছায়। হুযুরের অভিযাত্রী দল সেখান থেকে ৫৫ কিমি যাত্রাপথের পর ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে বেলজিয়ামে প্রবেশ করে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী আরও ৫৫ কিমি পথ অতিক্রম করে একটি হোটেলে যোহর ও আসরের নামায পড়া হয় এবং সেখানেই দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মানী থেকে খুদ্দামদের একটি দল এই সব কাজের জন্য আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল।

এরপর তাঁরা বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বেলজিয়ামের সীমানা অতিক্রম করে জার্মানীপ্রবেশের পর একটি রেস্টুরেন্টের পার্কিং-এরিয়ায় কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি নেওয়া হয়। এরপর পুনরায় যাত্রা শুরু হয়। কালায়েস থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রায় ৬০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে রাত্রি ১০ টা ২৫ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানীর কেন্দ্র বায়তুস সুবুহতে অবতরণ করেন।

সাক্ষাৎপর্ব

হুযুর আনোয়ার মসজিদে আগমণ করেন যেখানে এই বছর পাকিস্তান থেকে বিভিন্নভাবে জার্মানী এসে পৌঁছানো মানুষরা তাঁর সাক্ষাত লাভ করতে এসেছিলেন। এদের সম্মিলিত সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশ। এরা নিজেদের জীবনে এই প্রথম খলীফাতুল মসীহকে দর্শন করার সৌভাগ্য পাচ্ছিলেন। এরা সকলেই স্বদেশে অন্যায় আইন ও দেশবাসীর যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। এরা ঘরবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে দুঃখ-যন্ত্রণাকে বুকে চেপে রেখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে হিজরত করে এই দেশে বসবাস করতে শুরু করেছে।

হুযুর আনোয়ার একে একে সকলের নাম,পরিচয় এবং কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, সেখানে পাকিস্তানের কোন জামাতের সদস্য ছিলেন এবং এখন কোন জামাতের সদস্য হয়েছেন, এখানে কি কাজ করছেন- সমস্ত কিছুর খোঁজখবর নেন। সকলে হুযুরের সঙ্গে মুসাফা বা করমর্দন করেন। তারা জীবনে প্রথমবার হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাদের মনের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। প্রায় সকলের চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল।

এক যুবক অনবরত কেঁদে চলেছিল। তিনি বলেন, যতদিন জ্ঞান হয়েছে, আমরা হুযুরকে কেবল টিভিতেই দেখেছি। আজ জীবনে প্রথম হুযুরকে নিজের সামনে এত কাছ থেকে দেখলাম। এই কয়েকটি মূহুর্ত আমার কাছে অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। আমি কত সৌভাগ্যবান যে, হুযুরেকে দেখলাম এবং তিনি আমার হাত ধরে রাখলেন। আমার এর বেশি আর কিছু বলার শক্তি নেই।

রাবওয়া থেকে আগত এক যুবক কেঁদে চলেছিলেন। তিনি বলেন, আমি এখন কোন কথা বলতে পারব না। আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে এবং শরীর কাঁপছে। আমি জীবনে প্রথম হুযুরকে দেখলাম। আমি পুনরায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। একথা বলে তিনি পুনরায় কাঁদতে আরম্ভ করেন, আর কথা বলতে পারেন নি।

একযুবক বলেন, এটি আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং আশিসময় দিন। আমি সমগ্র জগতের খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। এখানে আসার পূর্বে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বড়ই ব্যাকুল হতাম। তিন মাস পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বিভিন্ন দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। আজকে আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমার জীবনের সব থেকে বড় আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। আজ তিন মাসের সফরের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়েছি।

* দাতা যায়েদকা থেকে আগমণকারী এক যুবক বলেন: আমি জীবনে প্রথম হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে কাছে থেকে দেখলাম। এখন মনে হচ্ছে যেন আমি স্বপ্ন দেখছি। হুযুর আনোয়ার হাত ধরে ছিলেন। তাঁর হাত ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না। আমার জন্য আজকের এই দিনটি বড়ই আশিস ও কল্যাণময়।

রাবওয়া থেকে আগত এক যুবক বলেন, আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত লাভে ধন্য হচ্ছি। পাকিস্তানে হাজার হাজার মানুষ হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু তাদের এই সুযোগ লাভ হয় না। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা হুযুরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন। খোদার প্রতি আমি যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট নয়।

একযুবক বলেন: আমি নিজের আবেগ-অনুভুতিকে বর্ণনা করতে পারছি না। আমার এমন সৌভাগের কথা বর্ণনা করার জন্য ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

* লাহোর থেকে আগত এক যুবক বলেন: এই মূহুর্তে আমি সজ্ঞানে নেই। তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত ছিল। তিনি বলছিলেন, এই মূহুর্তে নিজের আবেগ-অনুভতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আমার জন্য কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

* এক বন্ধু বলেন,আজ সত্যিকার অর্থে আমি এক নতুন জীবন লাভ করেছি। আমি পাকিস্তান থেকে আড়াই মাস পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছি। রাস্তায় অনেক জায়গায় জঙ্গলে মৃত মানুষদের দেখেছি যারা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই প্রাণ হারিয়েছে। আমরা এই দোয়া করছিলাম যে, জার্মানী পৌঁছাতে পারলে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আমরা সাক্ষাত করতে পারব। আমাদের এই দোয়া ও ব্যাকুলতাই এখানে পৌঁছে দিয়েছে। আজ আমার কতবড় সৌভাগ্য যে, হুযুর আনোয়ারকে কাছ থেকে দেখার সম্মান লাভ করেছি। হুযুর আনোয়ার (আই.) আমার হাত ধরে রেখে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। সত্যিকার অর্থে আমি পুনর্জীবন লাভ করেছি।

*এক যুবক বলছিলেন, আনন্দের আতিশয্যে আমার পুরো শরীর কাঁপছে। পাকিস্তানে থাকাকালে আমরা চিন্তা করতাম যে, সেই দিন কবে আসবে যেদিন আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে স্বচক্ষে দেখব এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করব। আজকের দিনটি আমার এবং পরিবারের জন্য একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। আজ পাকিস্তানে আমার পরিবারও অনেক আনন্দিত হবে যে, আমাদের বংশে কোন একজন সদস্য খলীফার সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছে। আমার গোটা পরিবারই সাক্ষাতের এই বরকত ও কল্যাণের অংশীদার।

* এক বন্ধু বলেন, পাকিস্তানে আমরা টিভিতে দেখতাম, এখন একেবারেই কাছে থেকে নিজের চোখে দেখছি যার ফলে আমার শরীর কাঁপছে। আজকে খোদা তা'লা আমার উপর বিশেষ কৃপা করেছেন, কেননা তিনি আমাকে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান দিয়েছেন। আমি সারা জীবন খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেও তাঁর এই কৃপার হক আদায় করা হবে না।

খারিয়াঁ থেকে আগত এক যুবক বলেন, আমি বড়ই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, আরও একবার হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। পাকিস্তান থেকে এখানে আসার পর জীবনের সব থেকে বড় বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আমার এখন আর কোন বাসনা নেই। আমি সব কিছু পেয়ে গেছি।

*ঘসেটপুরা থেকে আগত এক যুবক বলেন, এখানে আসার পূর্বে আমার পরিবারের লোকদের ইচ্ছা ছিল আমি যেন জার্মানী এসে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং পরিবারের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ারকে সালাম বলে দিই। আজ আমার এবং পরিবারের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আজকের দিনটি আমার পরিবারের জন্য বড় আনন্দের দিন।

*গুজরাঁ ওয়ালা থেকে আগত এক যুবক বলেন: আজ আমি খুবই আনন্দিত। হুযুর আমাকে আনন্দে পরিতৃপ্ত করেছেন। তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরে রেখেছিলেন। তিনি আমাকে কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এমন স্নেহপূর্ণভাবে আমার সাথে কথা বলছিলেন যে, সারা জীবন আমি এই সাক্ষাত ভুলতে পারব না।

* রাবওয়া থেকে আগত এক যুবক বলেন, আমার জন্য কিছু বলা সম্ভব নয়, আমার ভাষা হারিয়ে গেছে। কখনো ভাবি নি যে, জার্মানী এসে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করব। কিন্তু আজকে সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। হুযুরের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে বলে এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি হুযুর আনোয়ার অশেষ স্নেহের অনুরাগী হয়ে পড়েছি।

সিয়ালকোট জেলা থেকে আগত এক যুবক বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মনে এক উত্তেজনা অনুভব করছি। আমার হৃদয় কাঁদছে, একথা ভেবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত লাভের তৌফিক দিয়েছেন। দুদিন হুযুর আনোয়ারের পিছনে নামায পড়েছি। সেই সময় তাঁকে দূর থেকে দেখেছি, কিন্তু এখন একেবারেই কাছে থেকে দেখলাম এবং তাঁর সঙ্গে কথাও বললাম। পাকিস্তানে থাকাকালে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকুল হয়ে উঠতাম। আজ আল্লাহ্ তা'লা সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন।

সায়াদুল্লাহ্পুর থেকে আগত এক যুবক বলেন: আমি নিজের আনন্দ বর্ণনা করতে পারব না। আমার হৃদয় পরম তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়ে গেছে।

সাংবাদিক সম্মেলন

এই সাংবাদিক সম্মেলনে জার্মানীর জাতীয় টিভি চ্যানেল ZDF Drehscheibe এবং দুটি সংবাদ পত্রিকা Giebener Anzeiger এবং Giebener Allgermeine-এর প্রতিনিধিবর্গ ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত হয়েছিলেন।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: জার্মান কমিউনিটি আপনার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমার কাছে সমস্ত আহমদীই গুরুত্বপূর্ণ, তারা আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করুক বা জার্মানীতে, বা দক্ষিণ আমেরিকা বা সুদূর প্রাচ্যের কোন দেশে, কিম্বা তারা ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করুক না কেন। কেননা, এরা সকলে এই যুগের সংস্কারককে মান্য করেছে, যাঁর সম্পর্কে ইসলামের পয়গম্বর হযরত মহম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আঁ হযরত (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তি আগমণ করার পর দাবী করলে তোমরা তাকে গ্রহণ করে নিও। অতএব যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, আমার কাছে তারা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ, তারা জার্মান হোক বা আফ্রিকান হোক বা এশিয়ান হোক।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ইউরোপে মুসলিম বিশ্বের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আমি অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলছি যে, মুষ্টিমেয় মুসলমানের অপকর্মের কারণে বা কিছু উগ্রপন্থীদের ইসলামের নামে করা কীর্তিকলাপই এই বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। স্বভাবতই কেউ যদি অন্যায় করে তবে মানুষ তার বিরুদ্ধে সরব হবে, সে মুসলমান হোক বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হোক। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, কিছু মুসলমান দল এই দাবি করে যে, তারা এই সব কাজ ইসলামের নামে করছে, কেননা, তাদের ধারণায় সেটি ইসলামের শিক্ষা, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এই কারণে ইউরোপের অ-মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া ঠিক তেমনি যেমনটি হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণেই তো আমরা বলি যে, এরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রতিবিম্বিত করে না। এরা ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, ইসলামের পয়গম্বার (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং আমরা আহমদীরা সেই প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় করানোর চেষ্টা করছি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, অনেক মুসলমান রয়েছেন যারা আপনাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি একথাই তো বলছি যে, আমাদের সঙ্গে তারা ঐক্যমত নয়, কিন্তু ইসলামের পয়গম্বরের এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, মুসলমানদের অধিকাংশ ইসলামের শিক্ষাকে ভুলে বসবে এবং ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মজীদের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে। তখন একজন প্রকৃত সংস্কারকের আবির্ভাব হবে যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। যদিও এদের অধিকাংশই আমাদের সঙ্গে ঐক্যমত নয়, তা সত্বেও একটি বিরাট সংখ্যক মুসলমান প্রতিবছর আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। আজ থেকে প্রায় একশ সাতাশ বছর পূর্বে কেবল একজন ব্যক্তি কাদিয়ান নামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে সংস্কারক হিসেবে দাবি করেন যার সম্পর্কে ইসলামের পয়গম্বর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আজকে সেই একব্যক্তি দুই-তিন কোটিতে পরিণত হয়েছে। এই সম্প্রদায় এখন পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করছে। যারা আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন তাদের অধিকাংশই মুসলমান। তারা যখন একথা উপলব্ধি করে যে, আমাদের কুরআন মজীদের ব্যাখ্যাই সঠিক এবং তা মহানবী (সা.)-এর রীতি অনুসারে, তখন তারা আমাদের কথা বিশ্বাস করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমরা আশা করি, এমন একদিন আসবে যেদিন তাদের সকলে কিম্বা তাদের অধিকাংশই অবশ্যই একথা উপলব্ধি করবে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে। এটি সময় সাপেক্ষ। ধর্মীয় সম্প্রদায় গুলি চিরকালই বৃদ্ধি পেতে সময় নিয়ে থাকে। খৃষ্টবাদ কি একদিনে প্রসার লাভ করেছিল? তিন বছরের বেশি সময়ের পর মানুষ এই ধর্ম সম্পর্কে পরিচিত হতে থাকে। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা বলেন, তিনশ বছরের পূর্বেই অধিকাংশ মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ আহমদীয়াতকে স্বীকার করে নিবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপের রাজনীতিবিদ এবং সমাজকে উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

হুযুর বলেন: আমরা নিজেরাও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে। রাজনীতিবিদ হওয়ার সুবাদে আপনাদের উচিত পৃথিবীকে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া। যেরূপ আহমদীয়া কমিউনিটি পৌঁছে দিচ্ছে। যদি কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পক্ষ থেকে অন্যায়-অত্যাচার হয়, যার ফলে মানুষ স্বভাবতই প্রভাবিত হয়, যেমন- আত্মঘাতী হামলা, ফায়ারিং বা গাড়ি চালিয়ে মানুষকে পিষে দেওয়া- এমন ঘটনাবলী সংবাদ মাধ্যমে বড় খবর হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে, সে সম্পর্কে কোনও খবর আপনারা প্রকাশ করেন। যদি আপনাদেরকে একথা বলা হয় যে, কিছু মানুষ ইসলামের নামে অপকর্ম করছে, তবে এমন মানুষও আছে যারা ভাল কাজ করে চলেছে, ইসলামের নামে শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার বাণী প্রচার করছে। তাই আপনাদের এদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যদি আপনারা উভয় পক্ষের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন তবে মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কেই অবগত হবে না, বরং এও দেখবেন যে, কিছু এমন মানুষও আছে যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ধ্বজাবাহক।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আরেকটি বিষয় হল আপনারা পারস্পরিক সমন্বয়ের পক্ষে, অথচ পুরুষ ও মহিলাদেরকে পৃথক পৃথক রাখেন। আপনারা এই ধরণের সমন্বয়ের পক্ষে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেবল এই একটি বিষয়ই কি প্রকৃত সমন্বয়ের জন্য আবশ্যক? না, কেবল এই একটি বিষয় নয়। আমার মতে সমন্বয়ের অর্থ হল, দেশকে ভালবাসা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত করা। এটিই প্রকৃত সমন্বয়। কেউ যদি অন্য কোন দেশ থেকে এসে সেদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তবে সেই দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কেউ যদি পুরুষ ও মহিলাদেরকে পৃথক দৃষ্টিতে দেখে তবে সেটি তার ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় শিক্ষার কারণে এমনটি করতে হয়। তা সত্বেও আমাদের মহিলা ডাক্তাররা হাসপতালে পুরুষ ডাক্তারদের সঙ্গে কাজ করছে। নার্স, পুরুষ নার্সদের সঙ্গে কাজ করছে। তারা মহিলা ও পুরুষ উভয় রুগীদের সমানভাবে চিকিৎসা করছে। যারা বিজ্ঞানী তারা গবেষাণাগারে পুরুষ ও মহিলা একত্রে কাজ করছে। যেখানে পুরুষ ও মহিলাদের একসঙ্গে কাজ করতে হয় সেখানে তারা করে থাকে। আমরা যখন ইবাদত করি তখন সেক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে একটি পার্থক্য রাখা হয়। এর পিছনেও প্রজ্ঞা আছে যা বর্ণনা করা সময় সাপেক্ষ। অনেকে আমার অপেক্ষায় আছেন। এটি একটি দীর্ঘ বিষয়। কিন্তু আমরা খুব ভালভাবে সমাজের সঙ্গে সমন্বিত আছি। সমন্বয়ের এই অর্থ নয় যে, ধর্মের যাবতীয় শিক্ষাকে বিসর্জন দিতে হবে। যেমন- উপযুক্ত পোশাক পরা, মাথা ঢেকে রাখা যেন পুরুষদের আকর্ষণের কারণ না হয় এবং কু-দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া যায়। অতএব এগুলির করার পিছনে কারণ আছে, অন্যথায় একত্রে কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা একত্রে কাজ করি। আমাদের মহিলারা বাইরে বাজার যায়, তাদের এবিষয়ে কি বাধা দেওয়া হয়? আমি অনেক আহমদী মহিলাদের বিষয়ে জানি যারা শপিং স্টোরে কাজ করে। তাদের অনেকে নিজের ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সমন্বয়ের আর কোন অর্থ বাকি রইল?

সাংবাদিক বলেন: সামাজিক মূল্যাবোধের শরিক হওয়ার বিষয়ে কি বলবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সামাজিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখি। কোন মানের কথা বলছেন? আপনি যদি বলেন, ক্লাবে যাওয়া, মদ পান করা-এগুলিই সেই মান হয়ে থাকে যার সঙ্গে তাল মেলাতে হবে, তবে তা অনুচিত। আরও অনেক মান ও মূল্যবোধ রয়েছে। আমাদের অনেক ধর্মীয় দায়িত্বও রয়েছে, সেই দায়িত্বাবলী পালনের পাশাপাশি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যকে দেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা উচিত। আমার মতে এটিই হল সঠিক সমন্বয়। আমার মনে হচ্ছে আপনি এত বেশি প্রশ্ন করে নিয়েছেন যে, এর মধ্যে অন্যদের প্রশ্নও হয়তো এসে গেছে। এখনও যদি কোন সংশয় বা প্রশ্ন থাকে যা করা সম্ভব হয় নি তবে তা আপনার কারণেই, আমার কারণে নয়। **********

সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মাতীন মরিয়ম সিদ্দিকা

(দ্বিতীয় পর্ব, সংখ্যা-৩৫ -এর পর)

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন:

(ইহা) কামিল কিতাব, যাহা আমরা তোমার উপর এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাহাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে।(সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ২)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, কুরআন করীম হল একটি জ্যেতিঃ যার মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.) মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে যাবেন, আর আলোকের এই পথই খোদার দিকে নিয়ে যায়। এই আয়াত স্পষ্টরূপে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, সামাজিক প্রথা অনুসরণ করে মানুষ খোদা তা'লার জ্যোতিঃ লাভ করতে পারে না, বরং যাবতীয় প্রথাকে একপাশে রেখে কুরআনে বর্ণিত খোদা নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

এই তিনটি আয়াতের সারমর্ম হল এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবল তখনই সম্ভব যখন সে প্রত্যেক কাজের বিষয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যকে দৃষ্টিপটে রাখে এবং এবিষয়ের উপরও দৃষ্টি রাখে যে এসম্পর্কে কুরআন মজীদ কি আদেশ দিয়েছে এবং আঁ হযরত (সা.) কি নির্দেশ দিয়েছেন বা তিনি স্বয়ং কোন পন্থা অবলম্বন করেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ থেকে মুসলমানরা যত দূরে গেছে তারা ক্রমশঃ কুরআন মজীদের শিক্ষাবলী মেনে চলার পরিবর্তে সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের বশবর্তী হতে থেকেছে। কেবল নামেই ইসলাম থেকে গেছে। শরীয়তের উপর কোন আমল দেয় নি। হিন্দু ও খৃষ্টানদের পরিবেশের প্রভাবে তাদের রীতি-নীতি অনুসরন করা আরম্ভ হয়েছে এবং এমন সব প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে যার সঙ্গে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই।

মুসলমান জাতির উপর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব হয় যাতে তিনি মুসলমানদের আবিষ্ট করে রাখা পশ্চাদপদতা দূর করেন। অতএব যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক মান্য করেছেন তারা সব কিছু ত্যাগ করে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আলোর আশ্রয়ে এসেছে। তারা নিজেরাই উপলব্ধি করেছে যে, এতদিন তারা অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, জামাত আহমদীয়া একত্ববাদের সর্বোচ্চ মানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আদেশ শিরোধার্য করার মধ্যেই গর্ব অনুভব করে, কিন্তু যখন কোন জামাত উন্নতি করে এবং বিস্তৃত হতে থাকে তখন তার মধ্যে নতুন নতুন মানুষ প্রবেশ করে যাদের সঙ্গে অনেক দুর্বলতাও থাকে। লাজনা ইমাউল্লাহ্ কাজ দেখার জন্য আমি বিভিন্ন শহরের গিয়েছি এবং খুব কাছ থেকে জামাত আহমদীয়ার মহিলাদেরকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। আমি অনুভব করেছি যে, জামাতে আহমদীয়ার এক শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে কুপ্রথা জন্ম নিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ পুরস্কার অর্থাৎ নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদেরকে খিলাফতের নেয়ামতে ধন্য করেছেন। যুগ খলীফা হলেন আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধি বা উত্তরসূরি। অর্থাৎ যুগ খলীফার আদেশ মান্য করা এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্যকারী হতে পারি। প্রথা ও রীতি-নীতি মেনে চলার প্রবণতা মেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা দেয়। অতএব মেয়েদেরকে কুরআন মজীদের এই আদেশ সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরে মিন কুম' - অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার পাশাপাশি খলীফাদের আনুগত্য করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। আর পূর্ণ্য আনুগত্য ছাড়া উন্নতি লাভ সম্ভব নয়। যুগ খলীফা যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন তাতে প্রত্যেক নারী ও পুরুষের সাড়া দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যেক অঙ্গ সংগঠনগুলিরও কাজ হল যুগ খলীফার আহ্বানে সাড়া দিতে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করা। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লাজনা ইমাউল্লাহ প্রতিষ্ঠার সময় এর একটি নীতি নির্ধারণ করে দেন।

" করণীয় বিষয় হল, জামাতে আহমদীয়ায় একতার চেতনা প্রতিষ্ঠিত রাখতে যুগ খলীফার প্রত্যেকটি স্কীম বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং এর উন্নতিকে দৃষ্টি পটে রেখে যাবতীয় কর্মপন্থা অবলম্বন করা। "

(লাজান ইমাউল্লাহ্ সম্পর্কে প্রারম্ভিক তাহরীক, ১৯২২)

অর্থাৎ লাজনা ইমাউল্লাহ্র প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান এই বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে করা উচিত যে, সেগুলি করলে যেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ উপস্থাপিত পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভের দিকে এগিয়ে যায়।

হযরত খলীফতুল মসীহ্ সালিস (রহ.)-এর বাণী

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) খলীফা পদে আসীন হওয়ার পর জামাতের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে মহিলাদেরকে যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল জামাত থেকে কুপ্রথা ও রীতি-নীতিকে সমূলে উৎপাটন করা। তিনি বলেন-

প্রথম পরীক্ষা হল সেই ঐশী আদেশ বা শিক্ষা যা একজন নবী নিয়ে আসেন এবং যে শিক্ষার পরিণামে মোমিনদেরকে কয়েক প্রকারের সাধনা ও সংগ্রাম করতে হয়। কখনও নিজের অর্থ-সম্পদ উৎর্সগ করে আবার কখনও সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মাধ্যমে। "

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত,৮ই এপ্রিল, ১৯৬৬)

তিনি ১৯৬৬ সালে লাজনা ইমাউল্লাহ্র কেন্দ্রীয় ইজতেমা উপলক্ষ্যে ভাষণে বলেন:

'হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) জামাতে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে একটি অভিযান শুরু করেছিলেন এবং তা দারুনভাবে সফল হয়েছিল। আর সেই অভিযান ছিল জামাতে কুপ্রথা ও কুসংস্কার ত্যাগ করে উন্মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়ে তোলা। এক সময় তিনি নিজের প্রচেষ্টায় সফল হন এবং জামাত কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রভাব থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু পুনরায় জামাতের একটি অংশ এবিষয়ে অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে। বিশেষ করে সেই সমস্ত লোক যাদেরকে জাগতিক সম্পদ ও প্রাচুর্য দান করেছেন। তারা খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে জীবনযাপন করার পরিবর্তে মানুষকে খুশি করতে গিয়ে এবং সেই সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে, বস্তুতঃ যা লাঞ্ছনার থেকেও বেশি নিকৃষ্ট, ইহজাগতিক সম্মান ও কুপ্রথার দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ছে। এই কুপ্রথাগুলির প্রচলন বিয়ে উপলক্ষ্যে দেখা যায় এবং কারো মৃত্যু উপলক্ষ্যেও দেখা যায়। আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে এটি ত্যাগ করতে হবে।

(ভাষণ, ২২ শে অক্টোবর, ১৯৬৬)

১৯৬৭ সালের ২৩ শে জুনের খুতবায় তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন-

" আমি প্রত্যেকটি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি পরিবারকে সম্বোধন করে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। আর যে আহমদী পরিবার আজকের পরেও এই সমস্ত বিষয় এড়িয়ে চলবে না আমাদের সংশোধন করার চেষ্টার পর সংশোধনের দিকে মনোযোগ দিবে না, সে যেন স্মরণ রাখে যে, খোদা এবং তাঁর রসূল এবং তাঁর জামাত তার কোন পরোয়া করে না। তাকে এমনভাবে জামাত থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে যেভাবে দুধ থেকে মাছি বের করে ফেলে দেওয়া হয়। অতএব খোদার শাস্তি প্রকোপ রূপে অবতীর্ণ হওয়া বা তাঁর প্রকোপ জামাতী ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে আপনার উপর এসে পড়ার পূর্বেই সংশোধনের বিষয়ে মনোযোগী হন এবং খোদা তা'লাকে ভয় করুন। সেই দিনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করুন যেদিনের একটি টুকরো শাস্তিও সারা জীবনের আনন্দের তুলনায় এমনই যে, যদি সেই সকল আনন্দ ও পুরো জীবন উৎসর্গ করে মানুষ সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পায় তবে সেই বিনিময় মোটেই বেশি মূল্য দিয়ে পেতে হচ্ছে না বরং তা নিতান্তই সস্তা। "

(খুতবা জুম, প্রদত্ত ২৩ শে জুন, ১৯৬৭ সাল)

এই ঘোষণার পর যুগ ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে যাবতীয় প্রকারের কুপ্রথার সংশোধন করার আহমদী মহিলাদের উপর এক বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

কুপ্রথা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে:

১) ধর্মীয় কুপ্রথা ও রীতি-রেওয়াজ।

২) বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রথা ও রীতি রেওয়াজ।

৩) মৃত্যু উপলক্ষ্যে প্রথা ও রীতি রেওয়াজ এবং ৪) শিশুদের জন্মের পর বিভিন্ন প্রথা পালন।

ধর্মের সঙ্গে যুক্ত প্রথা ও রীতি রেওয়াজ

ধর্মের সঙ্গে যে সমস্ত কুপ্রথাকে যুক্ত করা সেগুলি হল- কবর পূজো, কবরে উরুস করা, আঁ হযরত (সা.)-এর আত্মা উপস্থিত হয়- এমন বিশ্বাস নিয়ে মিলাদের সময়ে উঠে দাঁড়ানো, শিরনী বিতরন করা, বিভিন্ন ইবাদতের রীতির প্রবর্তন করা যেগুলি সম্পর্কে হাদীসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, নামাযে দোয়া না চেয়ে নামাযের পর হাত তুলে দোয়া করা, তাবিয করা, ঝাড় ফুঁক করা, মহরমের শোক পালন করা ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রথা ইসলামের নামে প্রচলিত আছে, কিন্তু ইসলামের সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম হল একত্ববাদের অপর নাম। আল্লাহ্ তা'লা একত্ব বাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর বুকে পূর্ণ একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে। আজ তাঁর নামের অনুসারীরাই কবরে গিয়ে আল্লাহ্ বাদ দিয়ে সেই সমস্ত বুযুর্গদের কাছে দোয়া চায় এবং তাঁদের কবরের উপর চাদর চাপিয়ে আসে যাঁদের নিজেদের জীবন তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থেকেছে। অথচ আঁ হযরত (সা.)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 12 Oct, 2017 Issue No. 41

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বলেছেন ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর অভিসম্পাত হোক যারা নিজেদের নবীদের কবরগুলিকে সেজদাগাহে পরিণত করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া শিরক ও বিদাত থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত, কিন্তু তা সত্বেও জামাতের নারী, পুরুষ, শিশু ও যুবক, প্রত্যেকের জীবন যেন একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরকের বিরুদ্ধে জিহাদ বা সংগ্রামে অতিবাহিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে ইলহামের মাধ্যমে বলেন- খুযুত তওহীদা ওয়াত তাওহীদা ইয়া আবনাআল ফারিস'।

এই ইলহামে তাঁর মাধ্যমে সমগ্র জামাতকে হয়তো সম্বোধন করা হযেছে, অর্থাৎ যেভাবে পারস্য বংশীয়দের জন্য তৌহিদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক ছিল, অনুরূপভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের জন্যও এটি সেই মূল বিষয় যার চতুর্দিকে আমাদের জামাতের সমস্ত শিক্ষা আবর্তিত হয়। যদি কেন্দ্রীয় বিন্দুই দুর্বল হয়ে পড়ে তবে আমাদের যাবতীয় দাবি দুর্বল প্রতিপন্ন হবে।

তৌহিদ বা একত্ববাদের আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই- কেবল এই মৌখিক দাবি করাই যথেষ্ট নয়। বরং 'খুযুত তওহীদ' -এর অর্থ হল প্রত্যেক কাজ করার সময় প্রথমে একথা চিন্তা করতে হবে যে, এতে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে না তো? যেখানে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী এবং সমাজের রীতি ও রেওয়াজের সংঘাত দেখা দেয় সেখানে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের আদেশকে অগ্রাধিকার দিন। এবং খোদার কারণে সমাজ ও রীতি-রেওয়াজ বা আত্মীয়স্বজন, কারো কুটুক্তি- কাউকে পরোয়া করবেন না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আল্লাহ্র কিতাবের যা কিছু হচ্ছে তা সবই বিদাত এবং সমস্ত বিদাত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। নির্ধারিত নিয়ম-কানুন ছাড়া এদিক সেদিক দৃষ্টি না দেওয়াই হল ইসলাম। নতুন নুতন শরীয়ত তৈরী করার কারো অধিকার নেই। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৩৬)

জামাতের মহিলারাও অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকে, এই কারণে এই বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যতগুলি উদ্ধৃতি আমি পেয়েছি সেগুলি সবই উল্লেখ করছি।

মুসলমানদের কবরে উরুস করা প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: শরীয়ত হল সেই জিনিসের নাম যে, আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা গ্রহণ করা এবং যে বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকা। এখন কবর প্রদক্ষিন করা হচ্ছে, এগুলিকে মসজিদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উরুস এমন জলসা নবুয়তের কোন পথ নয় আর সুন্নতও নয়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৩)

অনেকে মহরমের দশ তারিখে বিশেষভাকে দান-খয়রাত করে। এই প্রসঙ্গে কাযি মহম্মদ জহুরুদ্দীন সাহেব আকমল (রা.) প্রশ্ন করেন যে, মহরমের দশ তারিখ যে শরবত ও শিরনী বিতরণ করা হয় যদি এটি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পুণ্য অর্জনের জন্য করা হয়- এ সম্পর্কে হুযুর কি নির্দেশ দেন?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" এমন কাজের জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করে দেওয়া এক প্রকার প্রথা ও বিদাত। এই প্রথাগুলি ক্রমশঃ শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। অতএব এগুলি থেকে বিরত থাকা উচিত, কেননা, এমন প্রথা ও রীতি রেওয়াজের পরিণাম শুভ হয় না। প্রথমে হয়তো সেগুলি এই উদ্দেশ্যে করা হয়, কিন্তু বর্তমানে তা শিরকের রূপ ধারণ করেছে। অতএব আমি এটিকে অবৈধ আখ্যায়িত করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এমন প্রথা সমূলে উৎপাটিত না হয় ভ্রান্ত মতবাদ দূর হতে পারে না। "

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৩)

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যু দিবসে রোযা রাখা আবশ্যক কি না?

হুযুর (আ.) বলেন: "আবশ্যক নয়।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

সেই ব্যক্তিই প্রশ্ন করেন যে, মহরমের দিন রোযা রাখা জরুরী কি না?

হুযুর (আ.) উত্তর দেন: "জরুরী নয়।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৫)

সেই ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, মহরমের দিন লোকেরা তাবুত তৈরী করে সভা করে, এতে অংশ গ্রহণ করার বিষয়ে হুযুর কি নির্দেশ দেন?

হুযুর (আ.) উত্তর দেন: "এটি পাপ"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৬)

পনেরো শাবান সম্পর্কে তিনি বলেন: 'হালোয়া ইত্যাদি তৈরীর প্রথা বিদাতের অন্তর্গত।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪)

ইবাদতরে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রবর্তন এবং তাবিয গন্ডা সম্পর্কে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

" আমাদের কেবল একজনই রসূল এবং একটি কুরআন শরীফ আছে যা সেই রসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে যাঁর আনুগত্যে আমরা খোদাকে পেতে পারি। বর্তমানে ফকিরদের প্রবর্তিত ইবাদত পদ্ধতি এবং গদ্দীনশীনদের দোয়া করার রীতি মানুষকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যম সাব্যস্ত হচ্ছে। তোমরা এগুলি থেকে দূরে থাক। এরা আঁ হযরত (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈনের মোহর ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছে, কেননা এরা নিজেদের পৃথক পৃথক শরীয়ত তৈরী করে রেখেছে। তোমরা স্মরণ রেখ যে, কুরআন শরীফ এবং রসূল করীম (সা.)-এর আদেশের অনুবর্তিতা এবং নামায, রোযা ছাড়া, যেগুলির একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, খোদার কৃপা ও কল্যাণের দার উন্মুক্ত করার আর কোন চাবি নেই। তার পথভ্রষ্ট যারা এই পথ ত্যাগ করে নতুন কোন পথ বের করে। তারা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ইহজগত ত্যাগ করবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে এবং অন্য পথে তাঁকে সন্ধান করে। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৫)

একব্যক্তি নিজের কোন প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে কাগজে লিখিত আকারে হুযুর আকদস (আ.)-এর নিকট পেশ করেন। হুযুর আকদস (আ.) সেটি পড়ে বলেন, আমি দোয়া করব। সেই ব্যক্তি বলে উঠে আমার আবেদনের উত্তর দিলেন না। হযরত আকদস (আ.) বললেন- আমি তো দোয়া করার কথা বলেছি।

সেই ব্যক্তি বলল, হুযুর কি কোন তাবিয করেন না?

তিনি (আ.) উত্তর দিলেন: তাবিয-গন্ডা করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ হল কেবল আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৩)

নিজেদের তৈরী করা ইবাদত পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন:

" নিজেদের কর্মের দুর্দশার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই সমস্ত পুণ্য কর্ম যা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছ থেকে লাভ হয়েছে সেগুলিকে বর্জন করে, এর পরিবর্তে নিজেরাই ইবাদত পদ্ধতির প্রবর্তন করে সেগুলিকে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কয়েকটি শ্লোক মুখস্ত করে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। বাল্লেহ শাহর শ্লোক শুনে মন বিগলিত হয়ে ওঠে, আর এই কারণেই যেখানে কুরআন শরীফের 'ওয়ায' হয় সেখানে খুব কম মানুষ একত্রিত হয়। কিন্তু যেখানে এই ধরণের সমাবেশ হয় সেখানে বিরাট সংখ্যক মানুষের ভিড় হয়। পুণ্যের প্রতি অনিহা এবং প্রবৃত্তিগত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ স্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে যে, আত্মার পরিতৃপ্তি এবং এবং প্রবৃত্তির আনন্দের মধ্যে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান এদের নেই। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯)

(ক্রমশঃ....)

খুতবার শেষাংশ.....

পুনরায় তিনি বলেন, মু'মিনের দ্বিমুখী হওয়া উচিত নয়। এর ফলে ভীরুতা এবং কপটতা সব সময় দুর হয়। নিজের কথা এবং কর্মকে যথাযথ রাখ। এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির চেষ্টা কর। যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের জীবনে দেখিয়েছেন। তোমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৪)

আরেক জায়গায় নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: ইসলামের সুরক্ষা এবং এর সত্যতা প্রকাশ করার জন্য সর্বপ্রথম যে দিকটা সামনে থাকতে হবে তাহল প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত হও আর দ্বিতীয় দিক হল এর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩)

প্রথমে উত্তম আদর্শ হও এরপর ইসলামের তবলীগ কর এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার কর। তাই ইসলামের তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনতে হবে। একজন সত্যিকার মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে মানুষ এদিকে আকৃষ্ট না হওয়ার কিছু নেই। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যথারীতি তবলীগের পূর্বেই এর পথ উন্মোচিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই রীতি অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir